RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ১৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর - ৫ অক্টোবর, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 27, Issue: 19, Cooch Behar, Friday, 22 September - 5 October, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

চলাচলের অযোগ্য ব্রিজ

সাঁকো থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে কোচবিহার-১ নং ব্লকের চান্দামারী এলাকায় ধরলা নদীর উপর তৈরি ব্রিজ। সেজন্যই প্রাণ হাতে নিয়ে ব্রিজের পাশে তৈরি অস্থায়ী বাসের সাঁকোতে করে প্রত্যেকদিন যাতায়াত করতে হয় প্রায় কয়েক হাজার মানুষকে। আর এবার সেই বাঁশের সাঁকো থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল কোচবিহার-১ নং ব্লকের চান্দামারী এলাকার বৈরাতি গ্রামের সঞ্জীব দত্ত নামের এক ব্যবসায়ীর অভিযোগ এলাকাবাসীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত পরশুদিন ওই ব্যবসায়ী বাজার থেকে ফেরার সময় থেকেই নিখোঁজ ছিলেন। পরবর্তীতে পরিবারের লোকেরা এবং স্থানীয়রা খোঁজ করলে ধরলা নদীর ভাঙ্গা ব্রিজ সংলগ্ন বাসের সাঁকো থেকে উদ্ধার হয় সেই ব্যবসায়ীর ব্যবহৃত সাইকেল। এইদিন ভোরবেলা সেই বাঁশের সাঁকোর নিচে নদীর অগভীর জলে কচুরিপানার মাঝেই সেই ব্যবসায়ীর মৃতদেহের মাথা ভেসে উঠতে দেখে স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশে পরবর্তীতে পুলিশ এসে সেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিকে বাঁশের সাঁকো থেকে পড়ে গিয়ে মারা যাওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় মহলে। স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘ চার বছর ধরে ধরলা নদীর সেই ব্রিজ ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে কিন্তু হেলদোল নেই নেতা-মন্ত্রী সহ কোন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। এমনকি তারা আরো অভিযোগ করেন ভোট আসলেই এই ব্রিজ মেরামতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলেই ব্রিজ মেরামতির কথা সকলেই ভুলে যান। তাদের আরো অভিযোগ বিগত পঞ্চায়েত ভোটের আগে কোচবিহার চান্দামারীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার জেলার একমাত্র জনসভা করতে এলেও সেখানেও স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর মুখেও সেই ভাঙ্গা ব্রিজ মেরামতির কোন আশ্বাস তারা শুনতে পাননি। তাদের দাবি অতি দ্রুত যদি সেই ভাঙা ব্রিজ মেরামত না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

বাড়ির চারপাশে থইথই জল

অন্তঃসত্বা মেয়েকে নিয়ে আতঙ্কে কাটছে দিনরাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বাড়ির চারপাশে থইথই করছে পুনর্ভবা নদীর জল। স্রোতের শব্দে বুক কেঁপে উঠছে পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা আশুবালা সরকারের। আশুবালাদেবী বলেন, বাড়িতে সাড়ে আটমাসের অন্তঃসত্বা মেয়ে রয়েছে পুনর্ভবা নদীর জলের স্রোতে রাস্তা ভেঙে বাড়ি এখন জলাভূমি। যোগাযোগের মাধ্যম বলতে একমাত্র ছোট ডিঙি নৌকা। স্রোতের কারণে ডিঙি নৌকায় যাতায়াত ঝুঁকির হয়ে উঠেছে। অন্তঃসত্বা মেয়েকে নিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনতে হচ্ছে।

তাঁর মতোই অন্তঃসত্বা মেয়ে ও বউমাকে নিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনছেন পুনর্ভবা নদীর জলে প্লাবিত বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ, বটতলির আটটি পরিবার। আশাকর্মী প্রমিলা বিশ্বাস বলেন, বটতলি, খুটাদহ গ্রামের আটজন মহিলা অন্তঃসত্বা রয়েছে। তাঁদের আচমকা প্রসব যন্ত্রণা হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে না। প্রসূতি মেয়েদের নিয়ে আমাদেরও রাতের ঘুম উড়েছে। চারদিন ধরে রাস্তা ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বামনগোলা ব্লকের জগদল্লা, গোবিন্দপুর-মহেশপুর, চাঁদপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রায় ১৫ টি গ্রাম। গ্রামের মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরানো তো দূরের কথা, ত্রিপল এবং শুকনো খাবারটুকুও পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। অভিযোগ গ্রামে পৌঁছায়নি ব্লক প্রশাসনের কর্তারাও, ফলে, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন তিনটি গ্রামপঞ্চায়েতের জলবন্দি প্রায় ২০ হাজার মানুষ।

শুক্রবার, গ্রামগুলিতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যান বামনগোলা পঞ্চায়েত সমিতির নারী, শিশু ও ত্রাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ রাজিতা কিস্কু। তাঁকে কাছে পেয়ে ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা। রাজিতা বলেন, ১০০ টি ত্রিপল কিছু শুকনো খাবার নিয়ে গ্রামগুলিতে পৌঁছেছি, যা পর্যাপ্ত নয়। ব্লক প্রশাসনকে পুরো ঘটনার রিপোর্ট দেব। বামনগোলা ব্লকের বিডিও রাজু কুণ্ডু বলেন, পঞ্চায়েতগুলিতে ত্রাণ পৌঁছানো হয়েছে এবং পঞ্চায়েতগুলোতে ত্রাণ শিবির খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রামবাসীদের দাবি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গ্রামবাসীদের দাবি, খুটাদহ, বটতলি, আদাডাঙা, সোনঘাট, তালভিটা, তালতলা, রাঙামাটি, হরিপাল পাড়া, সোনঘাটের মতো জলবন্দি গ্রামগুলিতে পৌঁছানোর সীমান্ত রোড, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা ছিল। গত রবিবার রাস্তা দুটির প্রায় বেশিরভাগ জায়গায় ফাটল ধরেছে। জলের তলায় রয়েছে খুটাদহ হাইস্কুল, বটলতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুটাদহ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। সীমান্তের রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যাতায়াতের সমস্যায় পড়েছে বিএসএফ। জলের তোড়ে রাস্তার মতো প্রচুর বাড়ি ভেঙেছে। তলিয়ে গিয়েছে প্রায় দুশোবিঘা ধানের জমিও। গ্রামবাসী ঝর্ণা রায় বলেন, সদরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের কাছে নদী ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। তবুও আমাদের নিরাপদ স্থানে সরানো হচ্ছে না। বাড়ির মতো আমরাও জলে ভেসে গেলে কী ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শহরে আটক ভুয়ো ডাক্তার

পার্থ নিয়োগী: আবার কোচবিহার শহরের বুকে ভুয়ো ডাক্তার সন্দেহে এক ব্যাক্তিকে পুলিশ আটক করায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে কোচবিহারে। উল্লেখ্য ছয় মাস ধরে কোচবিহার শহরের ধর্মতলায় রতনচন্দ্র সরকার নামে এক ভুয়ো চিকিৎসক চেম্বার চালাচ্ছিলেন। নিজেকে তিনি এইমস থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত এমডি , নিউরো ফিজিশিয়ান হিসেবে পরিচয় দিতেন। তার বিরুদ্ধ অভিযোগ দালাল মারফত রোগী নিয়ে এসে ভিজিট এর পাশাপাশি অনেক অপ্রয়োজনীয় টেস্ট করাতে দিতেন তিনি।প্রধানত অসমের রোগীরাই তার টার্গেট ছিল। তাকে ঘিরে সন্দেহ দানা বাধতে থাকে স্থানীয় মানুষের মধ্যে। স্থানীয় কাউন্সিলর ও কিছু বাসিন্দা তার কাছে বৈধ কাগজপত্র দেখতে চান।কিন্তু তিনি সেই কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এরপর স্থানীয় কাউন্সিলার শুভ্রাংশু সাহার নেতৃত্বে স্থানীয় বেশকিছু বাসিন্দা তার চেম্বারে বিক্ষোভ দেখান। এরপর পুলিশ এসে ভুয়ো চিকিৎসক সন্দেহে তাকে আটক করে। চিকিৎসকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এর কোচবিহার জেলা সভাপতি ডাঃ অমল বসাক বলেন ‘ যে ব্যাক্তি ধরা পড়েছে ঐ নামে কোচবিহারে কোন চিকিৎসক আছে বলে আমার জানা নেই’। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের সদর মহকুমাশাসক রাকিবুর রহমান বলেন ‘ প্রাথমিকভাবে ঐ ব্যাক্তিকে ভুয়ো চিকিৎসক বলেই মনে হচ্ছে। উনি কিছু কাগজপত্র দিয়েছেন সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে’।

বাড়ির অদূরে মৃতদেহ, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাতসকালে ৪৫ বছরের এক ব্যক্তির দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কোচবিহারের দিনহাটা থানার বোড়ডাঙ্গা গ্রামে। মৃতের নাম আব্দুল খালেক মিয়াঁ। শুক্রবার বাড়ি থেকে কিছুটা দূর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ওই ব্যক্তির দেহে ধারলো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ওই ব্যক্তি মাছ চাষ করে সংসার চালাতেন। পরিবারসূত্রে খবর, এদিন বাড়ির অদূরে জলাশয়ের ধারে একটি চালাঘরে ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি সেখানে মাছ পাহারা দিতে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ওই ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গাড়ির ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু টোটো চালকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্করপিও গাড়ির ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক টোটো চালকের। শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-২ নং ব্লকের গোবরাছড়া নয়ারহাট অঞ্চলের করলা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সাইদুল মিয়া নামে এক টোটো চালককে ভোর পাঁচটা নাগাদ পিষে দেয় একটি স্করপিও গাড়ি। তারপর তাকে দ্রুত রক্তাত্ব অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, করলা এলাকায় টোটোকে সজোরে স্করপিও গাড়ি ধাক্কা মারলে তৎক্ষণাৎ সেই টোটোটি চুর্ন বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং টোটো চালকের মৃত্যু হয়। যদিও ওই স্করপিও গাড়িতে কোনরকম নেশাকর দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জেলা পুলিশের তরফ থেকে কিছু জানানো হয়নি। তবে স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, ঘাতক গাড়ির ভিতরে গাঁজা সহ অন্যান্য দ্রব্যের প্যাকেট ছিল। কিন্তু গাড়িতে আদৌ কোন নেশার দ্রব্য ছিল কিনা! সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে কোচবিহার জেলা পুলিশ।

নানা দাবিতে দিনহাটা সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন অগ্রগামী কিষাণসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পাটের ন্যূনতম দাম কুইন্টাল প্রতি আট হাজার টাকা, একশো দিনের বকেয়া টাকা, কৃষি সরঞ্জামে ভর্তুকি সহ নানা দাবিতে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিল অগ্রগামী কিষাণসভা। বুধবার এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা নেতা আব্দুর রউফ, সংগঠনের দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক সম্পাদক মনীন্দ্রনাথ বর্মন, একরামুল হক, অজয় রায়, বিকাশ বর্মন, রোশন হাবিব প্রমুখ।

এদিন এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, কি কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকারের আর্থিক নীতির ফলে এই রাজ্যের কৃষকরা এক কঠিন সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কৃষি ফসলের ন্যায্য দাম নেই। অথচ উৎপাদন খরচ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাইতো অগ্রগামী কিষাণসভা মনে করে কৃষকদের উৎপাদিত পাটের দাম কুইন্টাল প্রতি আট হাজার টাকা করা দরকার। কারণ বর্তমানে বাজারে যে দামে পাট কেনা-বেচা হচ্ছে তাতে কৃষকদের লোকসান ভুগতে হচ্ছে। পাশাপাশি তারা বলেন, গ্রামেগঞ্জে একশো দিনের কাজ বন্ধ। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষদের। একশো দিনের কাজের জন্য একদিকে রাজ্য সরকার বলছে কেন্দ্র টাকা পাঠাচ্ছে না, অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে যে টাকা পাঠিয়েছে রাজ্য তার হিসেব দিচ্ছে না। এই দুই সরকারের টানা পোড়েনেই আদতে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন গ্রামের সাধারণ কৃষকরা। তাই গ্রামেগঞ্জে হাজার হাজার মানুষ কাজ না পেয়ে কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। তারা বলেন, সার, বীজ থেকে শুরু করে কৃষি সরঞ্জামের দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সরকারের উচিত এইসব কৃষি সরঞ্জামের উপর ভর্তুকি দেওয়া।

জনসভায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে হুংকার দিলেন বিজেপি নেতা তরণীকান্ত বর্মন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে নাজিরহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ঢোকা বন্ধ করে দেবেন। বিজেপি আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই হুংকার দিলেন বিজেপি নেতা তরণীকান্ত বর্মন। তিনি বলেন, লোকসভা ভোটের আগে কোন তৃণমূলের হার্মাদ যদি পাড়ায় ঢোকে তাহলে মা-বোনেরা যেন তাদের ঝাড়ু নিয়ে তাড়া করে। তিনি বলেন, এদিনের জনসভায় লেঠেলবাহিনী দিয়ে লোক আটকানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূল। কিন্তু পারেনি।

তরণীবাবু আরো বলেন, পঞ্চায়েত ভোটে আমি জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু আমি হেরে যাইনি। আমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ পঞ্চায়েত ভোটে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারেনি। কাজেই আগামী লোকসভা ভোটে তৃণমূল এজেন্ট খুঁজে পাবে না। মন্ত্রী উদয়ন গুহকে কটাক্ষ করে তরণীবাবু বলেন, আপনার বাড়িতে পঞ্চায়েতের টাকা ভাগ হয়েছে। এখানকার প্রধান নাকি ১৭ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রধান পদ পেয়েছেন। কেউ রেহাই পাবে না। সকলকেই জেলে যেতে হবে।

কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে মা ছিন্নমস্তার পূজা দিলেন নিশীথ প্রামাণিক ও উদয়ন গুহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাহেবগঞ্জে কাঁটাতারের ভেতরে ছিন্নমস্তা পূজায় পূজা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে সন্ধ্যা থেকে রাতভর পুজো হয়ে আসে ছিন্নমস্তা মায়ের। প্রতিবছর কাঁটাতারের ভেতরে এই পুজোয় পুজো দিতে এবং মাকে দর্শন করতে আসেন বহু ভক্তরা। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রথমে সেখানে আসেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ। এরপর রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সেখানে পৌঁছান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। দুই মন্ত্রী সেখানে পৌঁছে ছিন্নমস্তা মায়ের পুজো দিয়ে পুজো কমিটি ও সেখানে আসা ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে সংবাদমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রাজ্যের

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, প্রতিবছর এই দিনটি ক্যালেন্ডারে মার্ক করে রাখি। খুব ভালো লাগে এখানে এসে মাকে পুজো দেওয়া এবং মায়ের দর্শন করতে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, মা ছিন্নমস্তা ডেকেছে তার কারণেই তিনি উপস্থিত থেকে পুজো দিতে পেরেছেন। তিনি আরো বলেন, যদি মা ছিন্নমস্তা পুজোর সময় আমি কোচবিহারে থাকি তবে অবশ্যই মায়ের দর্শন এবং পুজো দিতে আসব।

পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন মাথাভাঙ্গা শাখার পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কসঅ্যাসোসিয়েশন মাথাভাঙ্গা শাখা শুক্রবার মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড়ে পথ অবরোধ করে। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য গোলজার মিঞা ও সাধারণ সম্পাদক মাথাভাঙ্গা ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন আতিয়ার রহমান জানান, তাদের যে ১৩ দফা দাবি নিয়ে তারা আন্দোলন করেন তার একটিও পূরণ না হওয়ায় এদিন তাড়া পথে নামতে বাধ্য হয়।

তাদের এই দাবি-দাওয়ায় মধ্যে ছিল ত্রুটিপূর্ণ ওয়েস্ট বেঙ্গল ল ক্লার্কস অ্যাক্ট অতি শীঘ্র সংশোধন করে তা সময়োপযোগী ও বাস্তব করতে হবে। এছাড়াও ল ক্লার্কস অ্যাপ পেয়ে থাকা রাইট টু অ্যাক্ট বা কাজের অধিকার অবিলম্বে সর্বত্র কার্যকর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪ জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে উদ্ধার

ডুবে গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপের এফবি মা বাসন্তী নামে একটি ট্রলার শুক্রবার ১৪ জন মৎস্যজীবী নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে নামখানা হরিপুর এলাকা থেকে রওনা দিয়েছিল বঙ্গোপসাগরে। কালিস্থান থেকে পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে ট্রলারটির পাটাতন হঠাৎ ফুটো হয়ে যায়। তা বুঝতে পারেন ওই ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীরা। বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি ট্রলারটি ঘুরিয়ে নিয়ে নদীর কিনারে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন মৎস্যজীবীরা। কিন্তু জলস্রোত থাকার কারণে ফুটো থেকে হু হু করে জল ঢুকতে থাকে ট্রলারে। তখনই আশেপাশে থাকা ট্রলারগুলি তড়িঘড়ি এসে ওই ট্রলারটির কাছে পৌঁছায় । ১৪জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে উদ্ধার করেন অন্য ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীরা। এরপর ট্রলারটি নদীতে ডুবে যায়। উদ্ধারকারী মৎস্যজীবীদের ট্রলারগুলি ডুবে যাওয়া ওই ট্রলারটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন বলে জানা গিয়েছে।

লাগাতার বৃষ্টিতে জলমগ্ন দিনহাটা শহর সংলগ্ন একাধিক ওয়ার্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: লাগাতার বৃষ্টিতে জলমগ্ন দিনহাটা শহর ও শহর সংলগ্ন একাধিক ওয়ার্ড। গত তিনদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে দিনহাটা সহ গোটা জেলায়। বিশেষ করে গতকাল ভোর রাত থেকে এই বৃষ্টি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। অবিরাম বৃষ্টির জেরে দিনহাটা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে শুরু করে রাস্তায় পর্যন্ত জল জমে যায়। এমনকি বৃষ্টির কারণে দিনহাটা সংহতি ময়দানে হাঁটুজল জমে যাওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে গতকাল উদ্বোধন হওয়া এমএলএ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট।

তবে দিনহাটায় জমা জল নিয়ে দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মহেশ্বরী জানান, বিগত দিনের চেয়ে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে সকালবেলা থেকে। আর সেই বৃষ্টির ফলেই শহরের বেশ কিছু জায়গায় জল জমে গিয়েছে। চেয়ারম্যান আরো আশ্বস্ত করেন যদি কিছুটা সময় বৃষ্টি বন্ধ থাকে তাহলে একমাত্র নিচু দুই একটি জায়গা ছাড়া গোটা শহরে আর কোথাও জল জমা থাকবে না।

গায়ের লাল গেঞ্জি খুলে ট্রেন থামিয়ে কয়েকশো যাত্রীর প্রাণ বাঁচালো

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ: পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মুরসালিম। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা রোড স্টেশনের কাছে। রেল সূত্রে খবর, ঘটনাটি শুক্রবার দুপুর সাড়ে ৩টের। দুরন্ত গতিতে আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস তখন মালদা জেলার ভালুকা রোড স্টেশন পেরিয়েছে। ওই সময় ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল ৮ বছরের বালক মুরসালিম। যে রেললাইন ধরে এক্সপ্রেস ট্রেনটির আসার কথা, সেখানে একটি জায়গায় বড় গর্ত দেখতে পায় খুদে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, রেললাইনে উপর এত বড় গর্তের ফলে কোনও বিপদে পড়বে না তো ট্রেনটা? ভাবতে ভাবতে পরনের লাল টি-শার্টটা খুলে ফেলে পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া। সেটা মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে যায় ট্রেনের দিকে। ওইভাবে খুদেকে দেখে ট্রেনটি থামিয়ে দেন চালক। ছুটে আসেন রেলের লোকজন । ছেলেটির কাছে সমস্ত কথা শুনে তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। দেখেন, সত্যিই রেললাইনের তলায় একটা গভীর গর্ত। এরপর প্রায় সঙ্গে শুরু হয় লাইন মেরামতির কাজ। ট্রেনটি সুষ্ঠুভাবে গন্তব্যে পৌঁছোয় ।

পিকআপ ভ্যান এবং টাটা ম্যাজিকের চালকদের রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: মাথাভাঙ্গা- ১ নং ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফালাকাটা রাজ্য সড়কে প্রায় ১ ঘন্টা পথ অবরোধ করল পিকআপ ভ্যান এবং টাটা ম্যাজিকের চালকরা। ঘটনায় আটকে পড়ে যায় শিলিগুড়ি মাথাভাঙ্গাগামী গাড়িগুলো। অবরোধকারীদের অভিযোগ, রেজিস্ট্রেশনবিহীন ভটভটি এবং টোটোর দৌরাত্ম্যে নাজেহাল তারা। সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার পরেও আমরা ভাড়া পাই না। বরং যেসব গাড়ি সরকারকে ট্যাক্স দেয় না তারা দিব্যি ভাড়া পেয়ে চলছে। বিষয়টি প্রশাসনকে একাধিকবার জানালেও কোনো কাজ হয়নি। তাই এদিন পথ অবরোধ করা হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে নয়ারহাট ক্যাম্পের পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পথ অবরোধ উঠে যায়।

ভেটাগুড়িতে গণেশ উৎসব উপলক্ষ্যে দিনহাটা থেকে ভেটাগুড়ি পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভেটাগুড়িতে গণেশ উৎসব উপলক্ষ্যে দিনহাটা থেকে ভেটাগুড়ি পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। বুধবার সকাল ছয়টা থেকে দিনহাটা শহরের সংহতি ময়দান থেকে ভেটাগুড়ি পর্যন্ত পুরুষদের এবং পুটিমারী থেকে ভেটাগুড়ি পর্যন্ত মহিলাদের ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এদিন ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় এক শতাধিক পুরুষ এবং মহিলা প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সম্পাদক অজয় রায় থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে ভেটাগুড়ি গণেশ উৎসব অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গণেশ উৎসব হয়ে আসছে।

কবিরাজ সেজে বাড়িতে ঢুকে অষ্টম শ্রেণীর এক আদিবাসী নাবালিকাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: কবিরাজ সেজে বাড়িতে ঢুকে অষ্টম শ্রেণীর এক আদিবাসী নাবালিকাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার সীমান্ত গ্রাম বামনহাট-২ এলাকায়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সংবাদ মাধ্যমকে জানান যে এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, আজ তাকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বামনহাট-২ এলাকার ১৪ বছর বয়সী অষ্টম শ্রেণীর এক আদিবাসী নাবালিকা তার মায়ের সঙ্গে বাড়িতে থাকেন। বাবা ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। মঙ্গলবার বিকেলে অন্যান্য দিনের মতো মায়ের সঙ্গে বাড়িতেই ছিলেন ওই নাবালিকা। সেই সময় হঠাৎ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের পার্শ্ববর্তী এলাকার এক যুবক ওই নাবালিকার বাড়িতে কবিরাজ সেজে আসেন। এরপর নাবালিকা ও তার মাকে বিভিন্নভাবে ফুসলিয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে কবিরাজি করার নামে ঘরে নিয়ে যায়। এরপর ঘরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটির উপর অত্যাচার চালায় ওই যুবক বলে অভিযোগ। মেয়ের চিৎকার শুনতে পেয়ে তার মা মেয়েকে বাঁচাতে পাড়া-প্রতিবেশীকে ডাকতে থাকেন। ঠিক তখন ওই যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর রাতে সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই নিগৃহীত আদিবাসী নাবালিকার পরিবার। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবককে রাতেই গ্রেফতার করে। সেই ঘটনায় বামনহাট-২ এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে নিগৃহীত নাবালিকার উপর অত্যাচার চালানো অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবি জানান। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এবং প্রায় এক ঘন্টা অবরোধের পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে দেয় এলাকাবাসী।

মালদার গুরুত্বপূর্ণ বেহুলা সেতুর পিলারে ফাটল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদা থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বেহুলা সেতুর পিলারে ফাটল দেখা দেওয়ায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই সেতুর সংস্কার না হওয়ার কারণেই এই বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। যে কোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করছেন বিভিন্ন যানবাহন চালক সংগঠন এবং পুরাতন মালদা ব্লকের বেহুলা গ্রামের বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত এনএইচআইএ (ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) কর্তৃপক্ষকে বেহুলা সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন বিভিন্ন যানবাহন সংগঠন এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

যদিও এ ব্যাপারে এনএইচআইএ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে অবস্থিত রয়েছে বেহুলা সেতুটি। প্রায় ৮০ মিটার লম্বা এই সেতুটি বহু পুরনো। এখান দিয়েই বয়ে গিয়েছে মহানন্দার শাখানদী হিসাবে পরিচিত বেহুলা নদী। প্রতিদিনই এই সেতু দিয়ে কয়েক হাজার যানবাহন চলাচল করে। পণ্যবাহী লরি থেকে সরকারি-বেসরকারি বাস সহ আরো বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চাপে এই বেহুলা সেতুটি ধীরে ধীরে বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। ফলে মালদার গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি সংস্কারের প্রয়োজন বলে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

পুরাতন মালদার অধিকাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, মান্ধাতার আমলে তৈরি হওয়া এই বেহুলা সেতুটির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এই সেতুর পিলারের তিনটি জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে এনএইচআইএ কর্তৃপক্ষকে অনেকেই বিষয়টি জানিয়েছে। কিন্তু কোনভাবেই তারা গুরুত্ব দিতে চাইছে না বলে অভিযোগ।

চোর সন্দেহে আটক যুবককে উদ্ধার করতে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আক্রান্ত হলো কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। গরু চোর সন্দেহে আটক এক যুবকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোররাতে পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত মরা নদীরকুঠি এলাকায়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীকে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন থেকে এলাকায় লাগাতার চুরির ঘটনা ঘটছে। ইতিমধ্যেই অনেকের গরু চুরি গিয়েছে। এরপর গতকাল রাতে গ্রামবাসীরা মিলে এলাকায় পাহারা দিচ্ছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে এক যুবককে আসতে দেখেন এলাকার মানুষ। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কথায় অসঙ্গতি দেখা দেয়। এরপর পুলিশ পৌঁছে সেই যুবককে উদ্ধার করতে গেলে গ্রামবাসীরা পুলিশের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। এদিকে পুলিশের দাবি, আটক যুবক পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করে। তবে এলাকার মানুষ তা মানতে নারাজ হয়। এরপরই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাঁধে। ঘটনায় আহত হন পুলিশকর্মীরা। পরে সেখান থেকে যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ফের বিশাল পুলিশবাহিনী গ্রামে গিয়ে বেশকয়েকজনকে আটক করে বলে জানা গিয়েছে।

পঞ্চায়েত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হয়রানি ও অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: পঞ্চায়েত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হয়রানি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়ে উঠলেন এলাকার ভুক্তভোগী অভিভাবকেরা। অভিযোগ উঠেছে চাঁচল-১ নং ব্লকের চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্টার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পঞ্চায়েতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দপ্তরের কর্মচারীরা নিয়মিত দপ্তর খোলেন না। মাসের বেশিরভাগ সময় দপ্তরে তালা লাগানো থাকে। দুপুর ১২ টা পেরিয়ে গেলেও দপ্তরে কর্মচারীদের দেখতে পাওয়া যায় না। নতুন জন্ম সার্টিফিকেট ও সংশোধনের জন্য বছরের পর বছর দপ্তরে হন্য হয়ে ঘুরতে হয়। তবুও মেলে না সার্টিফিকেট। জন্ম সার্টিফিকেট না থাকার কারণে আধার ও রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারছেন না অভিভাবকরা। দপ্তরের কর্মচারীরা বিভিন্ন সমস্যায় দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে অভিভাবকদের ঘুরাচ্ছেন। যদিও পঞ্চায়েত কর্মচারীরা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। নুরগঞ্জ এলাকার মানেজা খাতুন নামে এক অভিভাবিকা অভিযোগ করে বলেন, 'জন্ম সার্টিফিকেটে ছেলের নাম সংশোধনের জন্য পাঁচ বছর ধরে ঘুরছি। তবুও করে দিচ্ছেন না সংশোধন। তিনমাস পরে আসতে বলেছিলেন। আমি পাঁচ মাস পরে এসেছি। তবুও ঘুরে যেতে হচ্ছে। ছেলের বয়স ১০ বছর হয়ে গেছে। আধারকার্ড ও রেশনকার্ড তৈরি করতে পারছি না। এমনকি ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে পারছি না।' জন্ম সার্টিফিকেটের দপ্তরের এক কর্মচারী মহম্মদ মুস্তাকিম জানান, কোনো অভিভাবক জন্ম সার্টিফিকেটের জন্য পাঁচ বছর ধরে হয়রান হয়নি। অনলাইনে সংশোধন পোর্টালটি বন্ধ রয়েছে তাই হয়তো কয়েকদিন ঘুরতে হয়েছে। চালু হয়ে গেলে কাউকে আর ঘুরে যেতে হবে না। তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন অভিভাবকেরা।

পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জিৎপুর-১ এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে ২ টি তাজা বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে জিৎপুর-১ এলাকার বাসিন্দা তথা বুড়িরহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিংকি রায় মন্ডলের বাড়ির সামনে থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পিংকি রায় মন্ডল অভিযোগ করে বলেন, গভীর রাতে কে বা কারা আমার বাড়ির সামনে দুটি তাজা বোমা রেখে গিয়েছে জানি না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন বাড়ির বাইরে আসি দেখি আমাদের বাড়ির সামনে দুটি তাজা বোমা পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ খবর দেই নাজিরহাট পুলিশ ক্যাম্পে।

খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছায় নাজিরহাট ক্যাম্পের পুলিশ এবং তাজা বোমা দুটি নিষ্ক্রিয় করে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মোহন সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলনের পথে বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লাগাতার মোহন মৃত্যুর বিরুদ্ধে মোহন সুরক্ষার দাবিতে এবার বৃহত্তম আন্দোলনের পথে নামতে চলেছে বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটি। এদিন তারা কোচবিহার সাব ডিভিশনাল প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন বিগত এক বছরে ৭০ টার ওপর মোহনের মৃত্যু ঘটেছে, কোচবিহারের বাণেশ্বর এলাকায়। এরপরেও উদাসীন প্রশাসন এমনটাই অভিযোগকে সামনে রেখে এবার বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে চলেছে মোহন রক্ষা কমিটি। এমনটাই জানালেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীল। তিনি বলেন, একাধিকবার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে মোহনদের সুরক্ষার বিষয়ে আবেদন জানানোর পরও কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

সম্পাদকীয়

সাবধানতার ডেঙ্গু

চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু শহর কোচবিহারে। কোচবিহার পুরসভা এলাকায় দেখা যাচ্ছে এবার ডেঙ্গু। ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। যদিও অন্যান্য শহরের মত অতটা ভয়াবহ ছবিটা নেই কোচবিহারে। তবে প্রশংসা করতে হয় কোচবিহারের পুরসভার। খবর পাওয়া মাত্র ছুটে গেছে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের টিম। পরিস্থিতি দেখতে নিজে গিয়েছেন খোদ পুরপতি। ডেঙ্গু আক্রান্তদের আশেপাশের মানুষের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে পুরসভা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিস্থিতি দেখছে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের টিম। এখন দরকার মানুষের সচেতনতা। জল যাতে জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমা জলই ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর। সাধারণ মানুষ আর পুরসভার যৌথ প্রচেষ্টায় ডেঙ্গু মুক্ত হোক কোচবিহার।

কবিতা

নির্বাচন

.... মৌমিতা মোদক

নষ্ট দেশের নষ্ট রাজ্যে হল নষ্টনীর কতজন,
খুঁজে পাওয়া গেল কত সাতরাজার ধন !
প্রাসাদচ্যুত হয়ে ফকিরা হল কত দেশী বান্ধবীগণ।
আবার ধনপ্রাপ্ত বিদেশি বান্ধবীর ফুলে গেল ব্যাংক;
এত কান্ড এত কান্ড !
তবু নির্বাচনের ফলাফলে পরে না লুটেরাদের।
চুরি করে গরীবের ঘাম ভেবেছো উদ্দেশ্য হবে সফল,
জোঁকগুলোর মুখে পরেছে আগুন,
তাই ইডির আঁচরে একদল মাকাল ফল।
চাকরি পেয়েও না পেয়ে ধর্না দিয়ে শিক্ষা বসেছে পথে,
সেই চাকরি ঘুষ দিয়ে কামিয়ে
অযোগ্য বসে সোনার রথে।
লক্ষীর ভান্ডার দিয়ে লক্ষীর সংসার চলে না।
ও টাকায় ভাত আলু সেদ্ধ ত্রিশ দিন আসে না।
কষ্টের 'ক' টা তোমারা জানো কি?
তোমরা তো তেত্রিশ কোটি দেবী - দেবতা!
শত কোটি প্রনাম তোমাদের।
উন্নয়ন করবে বলে বিলের পর বিল পাশ
করে 'উ' টাও করো না।
মেয়েদের সুরক্ষা দেবে বলে 'সু' টাও করতে পারলে কি?
'শ্রী' দিয়ে কি করবো?
যখন মেয়েরা আমাদের রাজ্যের জন্তুদের
হাতে শ্রী হারিয়ে 'হতশ্রী' !
লাখে লাখে লোক - পোকা মাকরের মতো মরছে !
হয় অসহায়তায়, হয় দারিদ্র্যতায়, নয় তো হত্যা করছো,
ওই '২ মিনিটের নীরবতা' পালন,
'শোকপ্রকাশ', দিয়েই খেলছো।
'ক্ষতিপূরণ' করতে সামান্য কটা টাকা
দিয়ে করছো মুখবন্ধ।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, শাসন ব্যবস্থায়
সর্বত্র ভালোদের করে চলেছো রাগিং।
আমরা জনগন, নই অন্ধ, 'একতাই আমাদের বল',
'অন্যায়' তোমরা পাততারি গুটিয়ে নাও, নয়তো একদিন
বাতাসেও নরবে না তোমাদের কল (কলকাঠি)।

গল্প

রাজনীতি- সেকাল ও একাল

..... রণজিৎ দেব

প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে জীবনের প্রতি, প্রকৃতির সৌন্দর্য আর মানুষে মানুষের প্রেম-প্রীতি গার্হস্থসুখের প্রতি অনুরাগ- একথা অস্বীকার করার নয়। আবহমান কাল থেকে মানুষ পৌঁছোতে চান প্রকৃত ভালোবাসার ভোরে। সেদিনের সেই ভালোবাসা, আতিথেয়তা এখন বোধ ও অস্তিত্বের অতীত। এখন শুধু বিপন্নতা সংশয় ও বিচ্ছিন্নতাবোধ উঁকি দেয় আমাদের চলার পথে, পরিক্রমণের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে। মানুষ কি এখন ভালো আছে? আমরা কি ভালো আছি? চলার পথে কাঁকড় বিছানো কি? কেন আজ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখন ভাবনায় ভাবিত হচ্ছি!

সমগ্র জীবনের টানাপোড়েন, অভিজ্ঞতা ও অনুভবের বিস্তৃত পরিসরে জীবন ও মৃত্যু সমানভাবে লগ্ন হয়ে চলার চলচ্ছবি হয়ে উঠতে চায়, সেখানেই জড়িয়ে যায় শুধু মৃত্যুর হাতছানি। মানুষে মানুষে বিবাদ, বাড়ি ঘেরাও, লুটপাট, বাড়িছাড়া করা, ভাঙচুর, আরও কত কি, রাজনীতির বেড়াজালে সমাজটাকে এখন আষটেপিষ্ঠে বাঁধতে চায়। বেপরোয়া জীবনযাপনের যে দীক্ষা রাজনীতির উদগ্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিত হয়েছে তারই চোরাস্রোত বর্তমান সমাজ জীবনে বইতে শুরু করেছে, তাকে সামাল দেবার জন্য সেই পুরুষকে এখনো দেখা যাচ্ছে না।

এই পরিবেশ, সমাজ জীবনের এই দুরাবস্থা যেভাবে রাজনৈতিক নেতারা সংগঠিত করছেন, সেভাবে আগে কখনো দেখা যায়নি। দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে তাঁদের মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি, আর এখন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, মন্ত্রীরা, দলের স্বার্থের জন্যে নিজের আখের গোছানোর জন্যে দলীয় কর্মীদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পিছপা হন না।

একটা সময় রাজনৈতিক নেতাদের নাম উঠে আসতো সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিধান চন্দ্র রায়, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন; যদি বলি, এখন কাদের নাম বলবেন, তাতে রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেকের মতো নেতাদের নাম বলতে হয়। সেকাল আর একাল কতটা তফাৎ। সেই সময়ের নেতাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণ ছিল দেশ ও দেশের মানুষ, তাঁরা কতটা ভালো থাকবেন, কতটা সুরক্ষিত থাকবেন এই চিন্তা। আর এখন নেতাকর্মীরা যাতে ভোটকেন্দ্র দখল করে নেতাদের কিভাবে জেতানো যায়, কেন্দ্রের দেওয়া টাকা কিভাবে আত্মসাৎ করা যায়! এর প্রতিবাদ হলে তার বাড়ি ঘেরাও করে রাখার নির্দেশ এসে যায়। নিয়োগ দুর্নীতির টাকা কিভাবে সাদা করে ঘরে তোলা যায়, এইসব কাজেই এদের সময় চলে যায়। মানুষের জন্যে, সমাজের কল্যাণের জন্যে বর্তমান নেতা-মন্ত্রীরা বিন্দুমাত্র উৎসাহিত নন। তারা কিভাবে নিজেদের আখের গোছাবেন সেই চেষ্টাতেই মগ্ন থাকেন।

স্বাধীনতা লাভের এত বছর পর বিরোধী দলের নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখার যে নির্দেশনামা অভিষেক জারি করেছেন, তা কি দেশের সংবিধান গণতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খায়! তবুও এই সমাজের আমাদের রাজ্যের তৃণমূল কর্মীরা এই নির্দেশনামা পালন করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। বর্তমান সময়ে শাসকদল বিরোধী শূন্য করতে অপরপক্ষের নেতাকর্মীদের বাড়ি-ছাড়া করে রেখেছিলেন, এখন বলছেন, "বাড়ির মধ্যেই আটকে রাখুন বাবা-মা-ভাই -বোন নিয়ে যারা বাস করছেন।" জেলায় জেলায় দলীয় সভাপতিরাও লজ্জার মাথা ঘেটে এই নির্দেশ পালন করতে মাঠে নেমেছেন। ভারত স্বাধীন হয়েছিল এসব দেখার জন্যে? স্মৃতি লাঞ্ছিত মানুষের বর্তমানের দুরাবস্থায় বেদনার রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেছে, দাবদাহ সর্বাঙ্গ জুড়ে। দিনযাপনের সহজ সরল বাস্তবতাকে ছাপিয়ে ভয় ও মৃত্যুর ঘনঘটা। রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে বেঁচে থাকার স্বপ্নগুলিও অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে, এই সমাজের মানুষ ও তার বেঁচে থাকার বিপন্নতার ছবি বারবার এসেছে। রাজনীতির ছায়াছন্ন বিষণ্ণতা ও বেদনাবোধ সর্বস্ব চিন্তাভাবনা এমনভাবে ঘিরে আছে যে, তারা কার কাছে যাবে, গিয়ে বলবে, দুঃখের মুকুরে তুমি অন্ধকারে আমার সান্তনা। সেই মানুষ কোথায়?

গল্প

ভেল্লিকদম

..... প্রশান্ত কুমার রায়

স্কুলটির নাম খারিজা বিদ্যাপীঠ। পেছনে বিরাট বাঁশবন, তারপরেই ধল্লা নদী শ্বাসকষ্ট নিয়ে কোনও রকমে জীবন বয়ে চলে; বয়ে নিয়ে যায় এপারের স্পর্শ ওপারে; কাঁটাতার মনে মনে খুব রাগ করে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কাঁটাতার থেকে একশো মিটার দূরত্বে স্কুলটি কাঠা দশ জমির ওপর; চার চারখানা ক্লাসঘর; তারই একটি ঘর আকারে বড় থাকায় তিনভাগের একভাগ টিনের বেড়া দিয়ে অফিসঘর বানানো হয়েছে। একটি অঙ্গনওয়াড়ির ঘর ও মিড-ডে মিলের জন্য চিড়িয়াখানার টিকিট ঘরের মত রান্নাঘর। এত কিছুর মধ্যে খেলার মাঠ শুরু হয়েই শেষ হয়ে যায়। এই স্কুলের শিক্ষক হরিৎ বর্মনের গাছ লাগানোর খুব শখ, কিন্তু উনি কখনোই উনি শখ বলতে রাজি নন। উনি বলেন, 'গাছ লাগানো আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি সামাজিকের প্রধান কর্তব্যগুলির মধ্যে একটি।' উনি নিজ দায়িত্বে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিয়ে স্কুলের চারপাশে গাছ লাগিয়েছেন। সে কতরকমের গাছ– ফলের গাছ, ফুলের গাছ, সৌন্দর্যায়নের জন্য গাছ, বাদ যায়নি নিম গাছের মত ভেষজগাছও। প্রকৃতির নিয়ম মেনে যে গাছগুলি এমনিই গজায় সেগুলিকেও যত্ন করে বড় করে তুলেছেন, এরজন্য অবশ্য তার সতীর্থদের কাছে অনেক ব্যাঙ্গাত্মক কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে। সুযোগ পেলেই হরিৎ গাছ ও মানুষের সম্পর্কের কথা বলেন, এই তো সেদিন স্কুলের বিহারী শিক্ষক হাতের তালুতে খৈনি ডলতে ডলতে বলছিলেন 'মাষ্টারমশায়, আমার নতুন বাড়ির ছকটা কিছুতেই করে উঠতে পারছি না।' এই শুনে হরিৎ প্রথমেই বললেন, 'বাড়ি করছেন সে তো ভাল খবর, কিন্তু একবার গাছের কথা ভাববেন। বাড়ির সামনে কিছুটা জায়গা বাগান করার জন্য রাখবেন। সেখানে আপনি পছন্দমত গাছ লাগাতে পারবেন। না হলে চারদিকে যে ভাবে ইমারত গড়ে উঠছে, আজ থেকে বছর দশেক পর দেখবেন মাইলের পর মাইল কোন গাছ নেই, সব শূন্য। একবার ভাবুন। গাছের সাথে আমাদের কি শুধু অক্সিজেন-কার্বন ডাই-অক্সাইড এর সম্পর্ক? গাছ আমাদের কত উপকারে লাগে, আমাদের পরম শান্তি, চোখের আরাম, মনের আরাম। একটু ভাবের ঘরে যান দেখবেন গাছই আপনার পরম আত্মীয়...।' আরও অনেক কথা বললেন। বিহারী শিক্ষকের খৈনি হাতেই রয়ে গেছে, এত মনোযোগ দিয়েছিলেন যে খৈনি খেতে ভুলেই গিয়েছিলেন। শেষে হরিৎ নতুন বাড়ির জন্য সুন্দর একটি নক্সা তৈরি করে দিলেন, তাতে বাড়ির সামনে একটি বাগানও যোগ হল। এতে বিহারী শিক্ষক বেশ অভিভূত। এই কারণে আর সকলে ভদ্রলোককে বেশ পছন্দ করেন। কিন্তু তথাকথিত 'সমাজিক মানুষ' ওনাকে পাগল বলে। দেখলেই মুখ লুকোয়। অন্যদেরও বলে, কাছে যাস না। গেলেই গাছ লাগাতে বলবে। পাগল তো !

স্কুলের অঙ্গনওয়াড়ি ঘরের পাশেই এক প্রকান্ড পেঁপে গাছ। তারই ছত্রছায়ায় জন্ম নিয়েছে দুটি গাছ – একটি কদম, অন্যটি ভেল্লি। হরিৎ প্রথম থেকেই ওদের লক্ষ করে আসছিলেন। গাছের পুষ্টির কথা ভেবে তিনি সর্ষের খৈল জলে ভিজিয়ে বাসি করে সেই জল গাছের গোড়ায় দেন। ছাত্রছাত্রীরাও ওনার সাথে উৎসাহ নিয়ে গাছের যত্ন নিত। সেদিন এক ছাত্র কদম ও ভেল্লির দিকে দেখিয়ে বলল, "দা, এইল্লা গাছোতও পানি দেমো?" উনি বললেন "দে।" তারপর ভেল্লি ও কদমের কাছে গিয়ে বললেন, "তোদেরও বারুদ দিলাম। বিশ্ব উষ্ণায়ণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তোরাও তো দুজন সৈনিক...।" দিন যায় কদম বড় হয়, বড় হয় ভেল্লিও। ওদের মধ্যে বিনিময় হয় ভাবের, সূর্যের আলোর, জলের আরও কত কি... বর্ষা আসে। ওরা বর্ষার শীতলতা গ্রহণ করে পরিচিত অপরিচিত হাওয়ায় শরীর দোলায়। গেয়ে ওঠে এক সাথে বেঁচে থাকার গান। কিছু কিছু অনুভূতি ওদের মধ্যে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে বিশ্বাস, বোঝাপড়া, ভালো লাগা, শ্রদ্ধা; আরও কত কি... ওরা দুজনে ভাগ করে খেতে শিখেছে। হরিৎ বলেছিল কখনো একা খেতে নেই। সবাই মিলে ভাগ করে খেতে হয়। ওরা একসাথে পাতা বাড়িয়ে দেয় সূর্যের আলোর দিকে। এভাবেই ওরা একে অপরের 'চিপকো' হয়ে ওঠে। স্কুলের শিশুরা মান্দার গাছের ফুল হাতের নখে লাগিয়ে বড় বড় লাল নখ বানিয়ে খেলা করে। শিমুল গাছটাও বড় বড় লাল ফুল ফুটিয়েছে। আজ থেকে প্রায় চোদ্দ কোটি বছর আগে এই যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়েছিল প্রকৃতি, ফুল ফুটিয়েছিল গাছেরা নিজেদের অস্তিত্ব কায়েম রাখতে, সেটা আর একটা গল্প। বিকেল হলে সূর্য যখন গাঢ় লাল আভা ছড়ায়, হাওয়া দোলা দিয়ে যায় ভেল্লি কদমকে। হঠাৎই খেয়াল হয় এতো বসন্তের হাওয়া...

কদম ভেল্লির দিকে তাকায় ভেল্লিও কদমের দিকে তাকায়। কদম বলে ওঠে -কিরে ? -কী ?-তোর চোখে আমি আমার মরণ দেখেছি। -মানে? "তোর চোখে চোখ রাখলে যেন জলের ওপর সূর্যোদয়। তুই না বুঝিস বয়েই গেল; আমার চোখে সকাল হয়।" সাথে সাথে ভেল্লিও বলে ওঠে তোমার ছোঁয়া পেলে, আকাশ তবে আকাশ তোমার ছোঁয়া পেলে, মাটি তবেই তো সে মাটি।"

কিন্তু এই পর্ব বেশি দিন আর চলল না, ক্লাইম্যাক্সে এ ঢুকে পড়ে ভিলেনরূপী গ্রাম পঞ্চায়েত। ওনার আবার মানবিক স্নায়ুকোষ নেই। স্কুলে এসেই তদারকি করে দেখছিল চারপাশ, শেষে নজর গেল ভেল্লি-কদমের দিকে। বাণিজ্যিক বল্লম খোঁচা মারে মগজে। পঞ্চায়েত ভাবে, ভাবতে থাকে....। ভেল্লি ও কদমের কাছে এই লোকটা অপরিচিত ও বিদেশি। ওরা ভয় পায়। পঞ্চায়েত ভাবে, "ভেল্লির ফুল হয় না, ফলটাও কত বাজে দেখতে, কদম ফুল দেখতে সুন্দর, বড় হলে বিক্রিও ভালো হবে। তবে ভেল্লিকে কেন মিছিমিছি বড় করা? তবে কাটো।" একটুও দেরি হল না। দা-এর এক কোপে ভেল্লি শেষ। কদম স্বজন হারানোর বেদনায় ডুকরে কেঁদে ওঠে। কিভাবে যে কদমের এই আর্তনাদ হরিৎ-এর বুকে কষ্টের অনুভূতি ঘটায়। হরিৎ যখন ভেল্লি কদমের কাছে পৌঁছয় তখন শুধু হাহাকার। নায়কের মত ঠিক সময়ে এন্ট্রি নিতে তিনি পারলেন না। বসে পড়লেন ভেল্লির পড়ে থাকা দেহের পাশে। কোলে তুলে নিলেন ভেল্লিকে, নীরবে চোখের জল ঝরালেন, হরিৎকে দেখে কদম তার সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললো।- মানুষ, তোমরা ভালোবাসতে জানো না। তোমরা দেখ সুন্দর রূপ; মন বোঝার শক্তি তোমাদের নেই, সব কি তোমরা ঠিক করে দেবে? আমাদের কি নিজের মত করে বাঁচার কোনও অধিকার নেই? কোনও কিছুই কি আমাদের মত করে হবে না? সব তোমাদের ইচ্ছেয়...? তোমরা ভালোবাসতে শিখলে না এই আর্তনাদ হরিৎ-এর বুকে পৌঁছলেও পঞ্চায়েতের কাছে পৌঁছয় না। পঞ্চায়েত কেটে চলে আরো কিছু গাছ। পুনশ্চঃ কিছুদিন পর কদম গাছটি শুকিয়ে মরে যায়।

সৃজন বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাহিত্য আড্ডা 'সৃজন বৈঠক' আসলে জীবনে জীবন যোগ করার একটি আয়োজন। সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যা শোনার, বলার, বিনিময়ের একটি আন্তরিক আয়োজন। এদিনের আয়োজনে বিষয় ছিল লিটল ম্যাগাজিন, কবিতা, রাজা রামমোহন রায়। সাহিত্যিক ও সম্পাদক শুভময় সরকার বললেন, মুদ্রণ প্রমাদ, আরও কিছু প্রমাদ ও লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে। ভাবনার বিপ্রতীপে রাখলেন আরেক ভাবনা, বড় পত্রিকা ও ছোটো পত্রিকা না করে আমরা যদি সাহিত্য খুঁজি, লেখা খুঁজি, তবে প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরিপূরক হবে সব পত্রিকা, বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে। এরপর ছিল কবি পাপড়ি গুহ নিয়োগীর কবিতা। সিরিজ কবিতা ও অন্যান্য কবিতাপাঠ। শেষ পর্বে লেখক, চিন্তক কৌশিক জোয়ারদার বললেন, বাংলায় যুগান্তর ও রামমোহন রায় বিষয়ে। রামমোহন নিয়ে এমন একটি আলোচনা, চিরাচরিত নয়, ভাবাদর্শ নিয়ে আলোচনা। সমাপ্তি কথা বললেন দীপায়ন ভট্টাচার্য। সঞ্চালনায় ছিলেন নীলাদ্রি দেব।

কবি নীলাদ্রি দেবের বই প্রকাশ

পার্থ নিয়োগী: সম্প্রতি প্রকাশিত হল কবি নীলাদ্রি দেবের কাব্যগ্রন্থ 'বেঁটে মানুষের ডায়েরি'। ইন্দ্রায়ুধ নাট্যগোষ্ঠীর মহড়া ঘরে বইটির মোড়ক উন্মোচিত হল। মোড়ক উন্মোচন করেন কবি গবেষক রাতুল ঘোষ। এরপর বইটি নিয়ে আলোচনা করেন রাতুলবাবু। বইটির বই হয়ে ওঠার জার্নি সম্পর্কে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন নীলাদ্রি দেব। এরপর বইটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সুবীর সরকার, পাপড়ি গুহ নিয়োগী, শ্রীহরি দত্ত, অনুপ মজুমদার। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমৃতা দত্ত।

সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে পুরপতি

পার্থ নিয়োগী: পুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি কোচবিহার পুরসভা এলাকায় বেশ সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এতে উপকৃত হচ্ছে শহরবাসী। পুর কর্তৃপক্ষও বেশ নজরে রেখেছে পুরস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির ওপর। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ১ নম্বর ওয়ার্ডের সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিদর্শনে যান পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর চন্দনা মহন্ত। সেখানকার চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখেন পুরপতি। রোগীদের সাথেও কথা বলেন তিনি। কিছুদিন আগেই এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উদ্বোধন হয়। এদিন পরিষেবা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন পুরপতি।

পূর্ণেন্দু শেখর গুহের বই নিয়ে আলোচনা

পার্থ নিয়োগী: স্বাধীনতা সংগ্রামী পূর্ণেন্দু শেখর গুহের জীবন বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে সংকলন গ্রন্থ 'পূর্ণেন্দু শেখর গুহ ঃ একটি অধ্যায়'। সম্প্রতি এই বইটি নিয়ে এক আলোচনা সভা হল কোচবিহার স্টুডেন্ট হেলথ হোম প্রেক্ষাগৃহে। বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন শৌভিক রায়, কল্যানময় দাস, অলোক কুমার গুহ এবং অরূপ গুহ। প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক জয়দীপ সরকার।

৩১ তম জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ৩১ তম জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। কোচবিহার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলের ১১৯ টি বিজ্ঞান প্রকল্পের নিবন্ধঃকরণ করা হয়েছে। সেই সাথে কোচবিহার জেলার ৫৮ টি বিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। জেলা পঞ্চায়েত বিজ্ঞান প্রকল্প নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যারা নির্বাচিত হবে, তারা পরবর্তীতে রাজ্য শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করবে বলেই জানা গেছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমন্বয়কারী সুমন্ত সাহা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চমাধ্যমিক) সমর চন্দ্র মণ্ডল, সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চমাধ্যমিক) বরুণ চন্দ্র মন্ডল, উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিল সভাপতি মানস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো দিনহাটায়। রবিবার এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই পরীক্ষা। দিনহাটার তিনটি ভেনুতে প্রায় চার'শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দিনহাটা হাইস্কুল, গোবরাছড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং সিতাই নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচন্ড বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হন। জানা গিয়েছে, দিনহাটা হাইস্কুলের ৫৩ জন, গোবরাছড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ২০৩ জন এবং সিতাই নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ১৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে।

বাজ পড়ে আহত দুই ছাত্র সহ চার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাদ্রাসা একরামিয়া বাহারুল উলুম চৌধুরীহাটে বাজ পড়ে আহত দুই ছাত্র সহ চার। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরেই একটানা বৃষ্টি চলছে দিনহাটা সহ গোটা উত্তরবঙ্গে। রবিবার সকাল থেকে একইভাবে টানা বৃষ্টি চলাকালীন আনুমানিক সকাল এগারোটা নাগাদ সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় বাজ পড়ে আহত হয় দুই ছাত্র যাদের বয়স যথাক্রমে ১২ ও ১৩ বছর এবং মাদ্রাসায় মিড-ডে মিল রান্না করা দুই মহিলা রাঁধুনী ফিরোজা বেওয়া (৫০), আরজিনা বিবি (৫০)। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় নয়ারহাট পুলিশ ফাঁড়িতে। অল্প সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। দ্রুত পুলিশ ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ চারজনকে উদ্ধার করে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। তবে আহত দুই ছাত্রকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও বর্তমানে দুই মহিলা রাঁধুনী আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে।

গীতালদহে অনুষ্ঠিত হল বিএসেফের ৯০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গীতালদহে অনুষ্ঠিত হল বিএসেফের ৯০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিও। শুক্রবার দুপুর একটা থেকে গীতালদহে বিএসেফের ৯০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে পঞ্চধজী, খারিজা হরিদাস ও গীতালদহের এই তিনটি বিওপি ক্যাম্পে সীমান্তের বাসিন্দাদের নিয়ে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সীমান্তবর্তী কৃষক থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল বিএসেফের ৯০ নম্বর ব্যাটেলিয়ন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের সিও অরবিন্দ কুমার উপাধ্যায়, ডিসি ওয়াইকে রানা, এসি মুলচান্দ সহ অন্যান্য বিএসএফ আধিকারিকেরা।

কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রকে মারধর ও রেগিংয়ের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রকে মারধর, আত্মহত্যার চেষ্টা রেগিংয়ের অভিযোগ পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ। আহত একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার করে ছেড়ে দেয় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এই ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কোচবিহার জুড়ে। কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজের জেনারেল সেক্রেটারি মিসবাউল ইসলাম জানান, শনিবার রাত আটটা নাগাদ কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র আকাশ আইচ এবং খোকন বর্মন তাদের মেসে ছিল। সেই সময় ওই মেসেরই আর এক সিনিয়র ছাত্র বিক্রমাদিত্য বাইরে থেকে বহিরাগতদের নিয়ে এসে তাদের উপর আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ওই দুই ছাত্র। এদের মধ্যে আকাশ আইচকে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর কিছুটা সুস্থ হলে আকাশকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। আর এক ছাত্র খোকন বর্মন গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানান মিসবাউল ইসলাম। আহত খোকন বর্মনের বাবা পরিমল বর্মন বলেন, গতকাল রাতেই খবর পেয়েছিলাম ছেলে গুরুতর আহত হয়েছে আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি ঘটনার পূর্ণ

তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কলেজ ছাত্র জানিয়েছেন, অভিযুক্ত বিক্রমাদিত্য প্রায় দিনই একটি মেয়েকে সাথে করে নিয়ে এসে উঠত। দীর্ঘদিন থেকে এই বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল আকাশ এবং খোকন। সেই মেয়েটিকে নিয়ে মেসে থাকার সময় আকাশ এবং খোকন একটি গোপন ভিডিও করেছিল বলেও সূত্রের মাধ্যমে জানানো গেছে। তারপরেই ক্ষিপ্ত বিক্রমাদিত্য বহিরাগতদের নিয়ে এসে তাদের ওপরে চড়াও হয়। ওই মেসের মালিক কার্তিক শীল জানান, মাত্র একমাস হয়েছে আহত এই দুই ছাত্র তার মেসে থাকতে এসেছিল। মেসের দায়িত্ব এবং দেখভালের মূলত তার স্ত্রী করেন। মহিলাজনিত কোন ঘটনার কোন অভিযোগ এর আগে এসে পৌঁছায়নি বলে জানান মেস মালিক। আহত দুই ছাত্র কোচবিহার মাথাভাঙ্গা-২ নম্বর ব্লক অন্তর্গত ঘোকসাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। এদের মধ্যে একজন মেকানিক্যাল এবং অপরজন অটোমোবাইলের প্রথমবর্ষের ছাত্র। কোচবিহার জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ঘটনায় এখনো পর্যন্ত তিনজনকে আটক করা হয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মেখলিগঞ্জে মেরা দেশ মেরা মাটি কর্মসূচি পালিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেখলিগঞ্জ: মেরা দেশ মেরা মাটি কর্মসূচি পালিত হলো মেখলিগঞ্জে। শুক্রবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা গ্রামপঞ্চায়েতের চৌরঙ্গীতে ১৬৯ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। আগামী ৯ আগস্ট দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মনকি বাত অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন তিনি। সেই মতো মেখলিগঞ্জের চৌরঙ্গীতে ১৬৯ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এই বিষয়ে ১৬৯ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফের ইন্সপেক্টর জ্যোতির্ময় দাস জানান, সীমান্তবর্তী প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে এই মাটি সংগ্রহ করা হচ্ছে পরবর্তীতে সেই মাটি দিল্লিতে পাঠানো হবে।

২০২৩ সালে ভারতে ৫টি জনপ্রিয় বিনিয়োগ: বিশ্লেষণ এবং মূল প্যারামিটার

কলকাতা: বিনিয়োগ বাজারের বৈচিত্র্য এবং জটিলতার কারণে ২০২৩ সালে ভারতে সেরা বিনিয়োগ বেছে নেওয়া একটি কঠিন কাজ হতে পারে। OctaFX বিশেষজ্ঞরা ঝুঁকির স্তর, জটিলতা, এবং ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণের ভিত্তিতে বেশ কিছু জনপ্রিয় বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করেছেন যা আপনাকে আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটি বেছে নিতে সাহায্য করবে।

প্রতি বছর ভারতে বিনিয়োগ আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে, ভারতের অনেক সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী তাদের প্রয়োজন অনুসারে বিনিয়োগের ধরন বেছে নেওয়া কঠিন বলে মনে করেন। এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিনিয়োগের একটি সারণী রয়েছে, সাথে তাদের ঝুঁকি, জটিলতা, বিনিয়োগের পরিশোধের গতি, এটির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং ন্যূনতম বাজেট। নীচে, আপনি প্রতিটি বিনিয়োগ বিকল্পের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি সহ বিশদ বিবরণ পাবেন।

আপনি যে বিনিয়োগের বিকল্পই বেছে নিন না কেন, এই মুহূর্তে আপনার পোর্টফোলিওর সাফল্য নির্বিশেষে আপনার বিনিয়োগকে বৈচিত্র্যময় করার অভ্যাস গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। ন্যূনতম আমানত, বিনিয়োগ হতে আয়ের গতি, এর উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারের পরিস্থিতিতে বিশেষ করে এই ধরনের অস্থির সময়ে বিনিয়োগ আপনাকে যে স্বাধীনতা দেবে তা বিবেচনা করুন। সর্বদা নতুন বিনিয়োগ পদ্ধতি অধ্যয়ন করতে এবং একাধিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করে একটি বিনিয়োগ কৌশল বিকাশ করতে ভুলবেন না।

২০২৩ সালে ভারতে সেরা বিনিয়োগ: একটি পর্যালোচনা

একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট হল এক ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যা ব্যক্তিদের একটি ব্যাংকে অর্থ জমা করতে এবং নিশ্চিত সুদ অর্জন করতে দেয়। সুদের হার কম হলেও এটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বিনিয়োগকারীরা প্রায়ই একটি জরুরী তহবিল তৈরি করতে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলির জন্য সঞ্চয় করতে এবং ভবিষ্যতের খরচের জন্য অর্থ সঞ্চয় করার জন্য সেভিংস অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে। সেভিংস অ্যাকাউন্টগুলি কোনও বাস্তব লাভ তৈরি করবে না যদি না আপনি সেগুলিতে যথেষ্ট তহবিল বিনিয়োগ করেন তবে আপনাকে মুদ্রাস্ফীতি থেকে আপনার অর্থ রক্ষা করতে সাহায্য করবে, অন্তত আংশিকভাবে। বিনিয়োগকারীদের সাধারণত তাদের সেভিংস অ্যাকাউন্টের উপর খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

স্টকগুলিতে বিনিয়োগে যে বিষয় জড়িত তা হল প্রতিশ্রুতিশীল কোম্পানির শেয়ার কেনা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি থেকে লাভের জন্য তাদের ধরে রাখা। বাজারের অবস্থা এবং কোম্পানির কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্টকের মূল্য ব্যাপকভাবে ওঠানামা করতে পারে। এটি একটি অত্যন্ত জটিল বিনিয়োগ বিকল্প, যার জন্য আপনাকে পৃথক কোম্পানিগুলিকে গবেষণা করতে হবে এবং তাদের আর্থিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করতে হবে। ২০২২ সালে, S&P ৫০০ সূচক, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 500 কোম্পানি নিয়ে গঠিত। তালিকাভুক্ত স্টক, ১৯.৪৪% এর ঋণাত্মক রিটার্ন এনেছে। এটি বিয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের বিপদগুলি তুলে ধরে। স্টকগুলিতে বিনিয়োগ-এর জন্য হাজার হাজার ডলার থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বাজেটের প্রয়োজন।

কোম্পানির কর্মক্ষমতা এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্টক বিনিয়োগের থেকে অর্থ প্রাপ্তির গতি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। কিছু বিনিয়োগকারী অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাভ পেতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্য রিটার্ন অর্জন করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। বিনিয়োগকারীরা তাদের স্টক বিনিয়োগের উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে যে কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করতে হবে তা বেছে নেয়। তবে, CFD সম্পদের তুলনায় স্টকের জন্য বিক্রয় ট্রেডগুলি সম্পাদন করা তুলনামূলকভাবে বেশি চ্যালেঞ্জিং।

মিউচুয়াল ফান্ডগুলি স্টক, বন্ড এবং অন্যান্য সম্পদ সহ বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের জন্য অনেক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। যদিও মিউচুয়াল ফান্ডগুলি সাধারণত বিভিন্ন বাজার এবং শিল্প জুড়ে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য প্রদান করে, সেগুলিতে বিনিয়োগের সাথে অন্তর্নিহিত ঝুঁকি জড়িত রয়েছে। যদি কোনও তহবিলের মধ্যে থাকা সিকিউরিটিজগুলির মূল্য হ্রাস পায় তবে বিনিয়োগকৃত মূলধনের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সেভিংস অ্যাকাউন্টের তুলনায়, মিউচুয়াল ফান্ডগুলিতে আরও বেশি জটিলতা জড়িত, কারণ সেগুলিকে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যগুলির উপর ভিত্তি করে যত্নসহকারে নির্বাচন করা প্রয়োজন এবং এতে অতিরিক্ত ফি এবং ব্যয় জড়িত থাকতে পারে।

মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বিনিয়োগের একটি ব্যয়বহুল উপায় হতে পারে, যেখানে কিছু তহবিল সর্বনিম্ন কয়েক হাজার ডলার হতে পারে। অধিকন্তু, মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে অর্থ আয় বেশ গতির হয়, কারণ একটি বর্ধিত সময়ের মধ্যে মূলধন লাভ এবং লভ্যাংশের মাধ্যমে আয় আসে। যেহেতু আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি তহবিল পরিচালকদের কাছে অর্পণ করা হয়, এই ধরণের বিনিয়োগের জন্য নিয়ন্ত্রণের স্তর সাধারণত সীমিত।

রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের মধ্যে জমি, ফ্ল্যাট বা একটি বাড়ি কেনা এবং পরিচালনা করা জড়িত যেখানে রয়েছে এটি ভাড়া দেওয়া বা সময়ের সাথে সাথে এটির মূল্য বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করা। রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ অত্যন্ত জটিল এবং এর জন্য আপনাকে বাজার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করতে হবে, আপনার সম্পত্তি বজায় রাখতে হবে এবং ভাড়াটেদের পরিচালনা করতে হবে। রিয়েল এস্টেটের মূল্য এবং ভাড়ার মূল্য সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পেতে পারে বা সম্পত্তির কোন সমস্যা হলে হঠাৎ করে কমে যেতে পারে। রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ সাধারণত ব্যয়বহুল হয়, কারণ সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং প্রায়শই বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ নেওয়া জড়িত থাকে।

রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগগুলি সাধারণত ফরেক্স এবং স্টকের তুলনায় ধীর গতিতে অর্থ প্রদান করে, কারণ ভাড়াটেদের খুঁজে পেতে, ভাড়ার অর্থ পেতে এবং সম্পত্তির মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষা করতে সময় লাগে। রিয়েল এস্টেটের উপর নিয়ন্ত্রণের স্তর সাধারণত মাঝারি হয়, কারণ আপনি সম্পত্তির সাথে কী করবেন তা বেছে নিতে পারেন, ভাড়ার মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং নিজেই এটি পরিচালনা করতে পারেন। তবে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগগুলি বিয়ার মার্কেটের সময়কাল এবং সম্পত্তির সমস্যার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়, যা সমীকরণে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা প্রবর্তন করতে পারে।

ফরেক্স ট্রেডিং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে মুদ্রার ক্রয় এবং বিক্রয় জড়িত, যেখানে কিছু ব্রোকার পণ্য, সূচক, স্টক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ CFD ট্রেডিংয়ের বিকল্পগুলিও সরবরাহ করে। যদিও ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জন্য বাজার এবং ট্রেডিং কৌশলগত জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, এটি ছোট থেকে মাঝারি বাজেটের বিনিয়োগকারীদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ প্রবেশের সুবিধা সরবরাহ করে। উপরন্তু, এই বিনিয়োগের বিকল্পটি বিভিন্ন উপায়ে ঝুঁকি প্রশমনকে সক্ষম করে, যেমন স্টপ লস এবং টেক প্রফিট অর্ডার বাস্তবায়ন করা, যা বাজারের অশান্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করতে পারে। যেহেতু নিয়মিত স্টক ট্রেডিংয়ের চেয়ে ফরেক্সে সেল ট্রেড খোলা অনেক সহজ, তাই আপনি পুরো বাজার পতনের সময়ও লাভ করতে পারেন। এটি সেই সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য ফরেক্সকে এত আকর্ষণীয় করে তোলে যারা সর্বদা তাদের সম্পদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। এই দিকটি ফরেক্সকে তাদের সম্পদের উপর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের জন্য বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। বাজারের দ্রুত-গতির প্রকৃতি, পাশাপাশি লিভারেজের ব্যবহার, আয় বাড়ায় এবং বিনিয়োগের লাভজনকতা বৃদ্ধি করে।

'ফরেক্সের সাথে মানসম্মত শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি সঠিক কৌশল বিকাশ কীভাবে এই বাজারে মুনাফা বাড়িয়ে তুলতে পারে এই বিষয়টি প্রথমবারের ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই অবমূল্যায়ন করে। তাদের যা দরকার তা হল একটি ব্যাপক শিক্ষা, যা ভাগ্যক্রমে অনলাইনে পাওয়া যায় এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে,' OctaFX বাজার বিশ্লেষক ভিটো হেনজোতো মন্তব্য করেছেন।

তৃতীয় গ্র্যান্ড শপসি মেলা শেষ হল

মেদিনীপুর: দ্য গ্র্যান্ড শপসি মেলা'র তৃতীয় সংস্করণ শেষ হল। ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল হাইপার-ভ্যালু ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টের মেগা শপিং কার্নিভালের তৃতীয় সংস্করণের দ্য গ্র্যান্ড শপসি মেলা চলাকালীন এতে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। টায়ার ২+ শহরগুলির গ্রাহকরা ফ্যাশন, হোম এসেনশিয়ালস, বিউটি ও ইলেকট্রনিক পণ্যসামগ্রী কেনাকাটা করার সঙ্গে আঞ্চলিক বিক্রেতাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও ত্বরান্বিত করেছেন। শপসির গ্রাহকদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে ৪০% প্রথমবারের মতো ই-কমার্স ক্রেতা ছিলেন। ২০২১ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়ার পর থেকে শপসির মূল লক্ষ্য ছিল জিরো-কমিশন মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে ভারতজুড়ে ডিজিটাল কমার্সকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা। বর্তমানে, সারা ভারত জুড়ে গ্রাহকদের জন্য ১৩০০টিরও বেশি ক্যাটাগরিতে ১৬০ মিলিয়ন পণ্য সরবরাহ করে চলেছে শপসি।

মোচি সুস 'মোচি-তে সবসময় সুসময় চলে'

কলকাতা: মেট্রো ব্র্যান্ডস লিমিটেডের হাউস থেকে আসা মোচি জুতো, গুণমান এবং শৈলীর সমার্থক। তাদের সাম্প্রতিকতম শরতের শীতকালীন ২০২৩ কালেকশন, 'মোচি-তে সবসময় সুসময় চলে', আজকের যুবকদের, বিশেষ করে কিশোর এবং জেনারেশন জেডের প্রাণবন্ত চেতনাকে কুর্ণিশ জানায়, যারা তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করার জন্য উদ্দীপনা দ্বারা চিহ্নিত।

সংগ্রহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, দীপিকা দীপ্তি, ভাইস প্রেসিডেন্ট-মার্কেটিং মেট্রো ব্র্যান্ডস ইন্ডিয়া বলেন, "মোচি জুতা স্বতঃস্ফূর্ততা এবং মুহূর্তকে উদযাপন করার জীবনযাপনের সারমর্মকে তুলে ধরে। মোচির সাথে, আপনাকে সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। সে একটি নৈমিত্তিক মেলামেশা হোক বা একটি মাইলফলক অর্জন, এই সংগ্রহে তরুণ প্রজন্মকে তাদের দুঃসাহসিক কাজে সঙ্গ দেওয়ার জন্য বিস্তৃত স্টাইল রয়েছে।"

লিমকা উপস্থাপন করছে লিমকা স্পোর্টজ ION4

কলকাতা: কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার দেশীয় ব্র্যান্ড লিমকার স্পোর্টস ড্রিংক লিমকা স্পোর্টজ ভারতে তাদের নতুন সংস্করণ লিমকা স্পোর্টজ ION4 উন্মোচন করতে পেরে রোমাঞ্চিত। হাইড্রেশন ড্রিংকটি কেবল স্বাদের কুঁড়িগুলিকেই তৃপ্ত করে না বরং লোকেদের "কখনই হাল ছাড়বেন না - #RukkMatt" মনোভাবের সাথে তাদের সীমানা অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে অনুঘটক এর কাজ করে।

খড়্গাপুরে নতুন স্টোর লঞ্চ করল গোদরেজ ইন্টেরিও

খড়্গাপুর: গোদরেজ গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি গোদরেজ অ্যান্ড বয়েস ঘোষণা করল যে বাড়ি ও অফিসের আসবাবপত্রের ব্যবসায় অগ্রগণ্য, তার মালিকানাধীন, গোদরেজ ইন্টেরিও পশ্চিমবঙ্গের খড়্গাপুরে তার নতুন দোকান খুলেছে। ৪০০০ বর্গফুটের বিরাট জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই অত্যাধুনিক স্টোর খড়্গাপুর এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের খুচরো বাজারে গোদরেজ ইন্টেরিওর উপস্থিতিকে আরও জোরদার করবে।

স্টোরটা একটা ব্যবসায়িক এলাকার কাছাকাছি, বাড়ির আসবাব, হোম স্টোরেজ, গদি এবং রান্নাঘরের বিশেষভাবে তৈরি ভাল গুণমানের প্রোডাক্ট দেয়। গোদরেজ ইন্টেরিও প্রারম্ভিক অফার হিসাবে ক্রেতাদের প্রতি ক্রয়ে ২৫% পর্যন্ত ছাড় এবং একটা নিশ্চিত উপহার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

খড়্গাপুরের নতুন স্টোরের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেব নারায়ণ সরকার, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গোদরেজ ইন্টেরিও, বললেন "স্টোরটার দুর্দান্ত অবস্থান এবং বাজারে গোদরেজ ইন্টেরিওর ক্রমশ বেড়ে চলা ব্র্যান্ড রিকলের কারণে আমরা আশা করছি এই স্টোরের রেভিনিউ বছরে ৩ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। আমরা ২০২৪ আর্থিক বর্ষ শেষ হওয়ার মধ্যেই রাজ্যে আরও ১২টা আউটলেট খোলার পরিকল্পনা করেছি এবং আগামী ৩ বছরে ৩০% বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে।"

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস নিয়ে এসেছে এম-এনএইচ এর সেন্ট্রালাইজড বেস অফ ইন্ডিয়া অপারেশনস

কলকাতা: ১১ টি দেশের ৩৩০ টিরও বেশি আউটলেটে সহ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম জুয়েলারি রিটেইলার বিক্রেতা মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস নিয়ে এসেছে মুম্বাইয়ের আন্ধেরি ইস্ট-এ মালাবার ন্যাশনাল হাব (এম-এনএইচ)। মালবার গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রী এম পি আহমেদ, প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং লোকমত মিডিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রী বিজয় দারদা, মালাবার গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী কে পি আবদুল সালাম, মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ইন্ডিয়া অপারেশনসের এমডি শ্রী আশের ও, গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এ কে নিষাদ, কেপি ভিরানকুট্টি, মায়িনকুট্টি, আবদুল মজিদ, এ কে ফয়সাল, আবদুল্লাহ, পশ্চিম আঞ্চলিক প্রধান ফানজীম আহমেদ, এবং অন্যান্য সরকারী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মালাবার গ্রুপের ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্য, মালাবার গ্রুপের ইন্ডাস্ট্রি-পার্টনার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এই অত্যাধুনিক সুবিধার উদ্বোধন করেছেন।

৫০,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এম-এনএইচ মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের রিটেইল, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন, ই-কমার্স, ডিজিটাল গোল্ড, ডিজিটাল মার্কেটিং, সিআরএম, ওমনিচ্যানেল অপারেশনস, মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড বুলিয়ান, কর্পোরেট গিফটিং এবং বি২বি ডিভিশন, হিউম্যান রিসোর্সেস

এবং লিগ্যাল সহ একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ইন্ডিয়া অপারেশনস) ও আশের বলেন, "এম-এনএইচ আমাদের দেশের বিখ্যাত গহনা কারুশিল্পকে দেশীয় এবং বৈশ্বিক বাজারে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মুম্বাইয়ের স্ট্রেটেজিক প্রসার আমাদের ভারতের প্রবৃদ্ধিকে আরও এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

পুষ্টি – শিশুর বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাতে সহায়তা করতে পারে

কলকাতা: এটি পরিবারের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে যখন তাদের বাচ্চা বৃদ্ধির বক্ররেখায় পিছিয়ে পড়ে। যখন এটি ঘটে, তখন পিতামাতার পক্ষে তাদের সন্তানের ওজন এবং উচ্চতা ধরে রাখতে চাওয়া স্বাভাবিক। আপনি যদি নিজেকে এই পরিস্থিতিতে খুঁজে পান তবে আশা হারাবেন না। আপনি আপনার শিশুকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারেন।

অ্যাবটের নিউট্রিশন বিজনেসের মেডিকেল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর ডঃ গণেশ কাধে, অপুষ্টি প্রতিরোধ, অপুষ্টির একটি রূপ এবং পুষ্টির ঘন খাবারের ভূমিকা সম্পর্কে আরও গভীরভাবে আলোচনা করেছেন।

সবই শুরু হয় পুষ্টি দিয়ে। সঠিক পুষ্টি শিশুদের বৃদ্ধি উন্নত করতে, শেখার পদ্ধতি উন্নতি করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকগুলি পূরণ করতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় বিল্ডিং ব্লক সরবরাহ করে। অপর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণ, দুর্বল পুষ্টির শোষণ এবং / অথবা দুর্বল পুষ্টির ব্যবহারের কারণে অপুষ্টি হতে পারে। এটি বাচ্চাদের প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি, আপোসযুক্ত জ্ঞানীয় ফাংশন, আচরণগত সমস্যা, হাড়ের স্বাস্থ্য হ্রাস এবং পেশী ভর হ্রাসের ঝুঁকির জন্য গুরুতর পরিণতি হতে পারে। অতএব, পুষ্টির ঘাটতিগুলি প্রাথমিকভাবে মোকাবেলা করা তাদের সম্পূর্ণ বৃদ্ধির সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সহায়তা করে

বৃদ্ধি, জ্ঞানীয় বিকাশ এবং ইমিউন ফাংশনের জন্য সম্পূর্ণ, সুষম পুষ্টি অপরিহার্য। সমাধানটি সহজ হতে পারে - বাচ্চাদের ডায়েটে ভাল পুষ্টি অন্তর্ভুক্ত করার উপায়গুলি সন্ধান করা দীর্ঘ পথ যেতে পারে।

মূল পুষ্টি যা একটি শিশুকে তাদের বৃদ্ধির সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সহায়তা করতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেঃ

ক্যালসিয়াম: হাড় এবং দাঁতের স্বাস্থ্যের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এবং পেশী সংকোচন, রক্ত সঞ্চালন এবং স্নায়ু যোগাযোগের জন্য শরীরের দ্বারা প্রয়োজনীয়। পালং শাক এবং মেথি (মেথি) এর মতো সবুজ শাকসবজিও ভাল উত্স। উপরন্তু, ভিটামিন কে ২ হাড়গুলিতে ক্যালসিয়াম শোষণ এবং ব্যবহারকে উত্সাহ দেয়

ভিটামিন ডিঃ "সানশাইন ভিটামিন" হিসাবে পরিচিত, এটি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আমাদের দেহ দ্বারা সংশ্লেষিত একটি অনন্য পুষ্টি।ভিটামিন ডি এর কিছু ডায়েটরি উত্সগুলির মধ্যে স্যামন, ম্যাকেরেল এবং সার্ডিনের মতো চর্বিযুক্ত মাছ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুধ এবং সিরিয়ালের মতো সুরক্ষিত দুগ্ধজাত পণ্যগুলিও অবদান রাখতে পারে

জিঙ্ক: ইমিউন কোষগুলিকে সমর্থন করে এবং সঠিক বৃদ্ধিতে বিশেষত শৈশবকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দস্তা সমৃদ্ধ খাবারগুলির মধ্যে রয়েছে মসুর ডাল এবং ছোলা, বাদাম (বিশেষত কাজু এবং বাদাম), গম এবং চালের মতো পুরো শস্য এবং দুগ্ধজাত পণ্য।

ভিটামিন এ: স্বাস্থ্যকর ত্বক, মুখ এবং ফুসফুস নিশ্চিত করে, সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দৃষ্টি বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবারগুলির মধ্যে কমলা এবং হলুদ ফল এবং গাজর, মিষ্টি আলু এবং আমের মতো শাকসব্জী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

প্রোটিন: কোষ, পেশী এবং হরমোনগুলির জন্য ব্লক তৈরি করা, পেশী বিকাশ এবং তৃপ্তিতে সহায়তা করা। ভাল প্রোটিন উত্সগুলির মধ্যে রয়েছে মসুর ডাল, মটরশুটি, ছোলা, টোফু, পনির (ভারতীয় কুটির পনির), মুরগির মতো চর্বিযুক্ত মাংস এবং দুগ্ধজাত পণ্য।

তরল এবং ইলেক্ট্রোলাইটস: জয়েন্টগুলি (অস্থি সন্ধি) তৈলাক্ত করণ, বর্জ্য অপসারণ এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যক। জলের পাশাপাশি, নারকেল জল ইলেক্ট্রোলাইটের একটি প্রাকৃতিক উৎস বাটার মিল্ক (চাস) এবং লেবুজলের মতো ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পানীয়গুলি হাইড্রেশন(জলযোজন) এবং ইলেক্ট্রোলাইট(তড়িৎ বিশ্লেষ্য) ভারসাম্যেও সহায়তা করতে পারে।

বন্ধন রিটায়ারমেন্ট ফান্ড এনএফও শুরু হচ্ছে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

শিলিগুড়ি: বিনিয়োগকারীদের তাদের অবসর গ্রহণের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করার জন্য ইক্যুইটি, ঋণ এবং অন্যান্য উপকরণের মিশ্রণে বিনিয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন উপলব্ধি করার লক্ষ্যে বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড বন্ধন রিটায়ারমেন্ট ফান্ড চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। নতুন এই ফান্ড অফারটি ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, বৃহস্পতিবার চালু হবে এবং ১২ অক্টোবর, ২০২৩, বৃহস্পতিবার বন্ধ হবে।

বন্ধন এএমসি'র ফান্ড ম্যানেজার মিঃ বিরাজ কুলকার্নি যোগ করেছেন, "বন্ধন রিটায়ারমেন্ট ফান্ড ইক্যুইটি এবং ঋণের মধ্যে গতিশীল বরাদ্দের জন্য একটি মডেল-ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, যাতে বাজারের ঊর্ধ্বগতিতে অংশ নেওয়া যায় এবং বাজারের সম্ভাব্য পতনের সময় সতর্ক থাকা যায়। এই ফান্ড বিনিয়োগকারীদের অবসর-পরবর্তী সময়ে তাদের নগদ প্রবাহের চাহিদা মেটাতে সিস্টেম্যাটিক উইথড্রয়াল প্ল্যান (এসডব্লিউপি) রুট বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়।"

বন্ধন রিটায়ারমেন্ট ফান্ড-এর ইক্যুইটি বিনিয়োগ কাঠামো দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির গতিপথ এবং ন্যায্য মূল্যায়ন সহ মানসম্পন্ন সংস্থাগুলির ওপর ফোকাস করবে। ন্যূনতম ইক্যুইটি হোল্ডিং প্রয়োজনীয়তা ৬৫% হেজড ইক্যুইটি বরাদ্দে বিনিয়োগের সঙ্গে বজায় রাখা হবে যাতে ইক্যুইটি করের যোগ্যতা পূরণ হয়। ঋণ পোর্টফোলিও জিএসইসি, এসডিএল, কর্পোরেট বন্ড এবং মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টের মত গুণমানের উপকরণ জুড়ে বৈচিত্র্যময় হবে।

স্যামসাঙ-এর গ্যালাক্সি এম ও গ্যালাক্সি এফ স্মার্টফোন এখন বিশেষ মূল্যে

কলকাতা: স্যামসাঙ তাদের জনপ্রিয় গ্যালাক্সি এম ও গ্যালাক্সি এফ সিরিজের নির্বাচিত স্মার্টফোনগুলির জন্য আকর্ষণীয় বিশেষ মূল্য ঘোষণা করেছে।

গ্রাহকরা এখন গ্যালাক্সি এম০৪ ও গ্যালাক্সি এফ০৪ কিনতে পারবেন ৬৪৯৯ টাকায়। গ্যালাক্সি এম০৪ এবং গ্যালাক্সি এফ০৪ জেনারেশন জেড গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে নিরবচ্ছিন্ন পারফরম্যান্স এবং অতুলনীয় অভিজ্ঞতা প্রদানে সক্ষম। গ্যালাক্সি এম০৪ এমন গ্রাহকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা উত্তম পারফর্ম্যান্স ও মাল্টিটাস্কিংয়ে দুর্দান্ত স্মার্টফোন পছন্দ করেন। উৎসবের আকর্ষণীয় দামে গ্যালাক্সি এম০৪ এবং গ্যালাক্সি এম১৩ স্যামসাঙ-ডট-কম (Samsung.com), অ্যামাজন এবং নির্বাচিত রিটেল স্টোরগুলিতে পাওয়া যাবে এবং গ্যালাক্সি এফ০৪ এবং গ্যালাক্সি এফ১৩ স্যামসাঙ-ডট-কম, ফ্লিপকার্ট এবং নির্বাচিত রিটেল স্টোরগুলিতে পাওয়া যাবে।

ভ্যারানিয়াম ক্লাউডের রাইটস ইস্যু বন্ধ হবে ৪ অক্টোবর

কলকাতা: মুম্বই ভিত্তিক টেকনোলজি সলিউশনস কোম্পানি ভ্যারানিয়াম ক্লাউড লিমিটেড (Varanium Cloud Limited) রাইটস ইস্যুর মাধ্যমে ৪৯.৪৬ কোটি টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করছে। রাইটস ইস্যুটি ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এবং এর শেয়ার প্রতি মূল্য ১২৩ টাকা। রাইটস ইস্যু থেকে প্রাপ্ত অর্থ ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের চাহিদা মেটাতে, কোম্পানির সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবে এবং সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। রাইটস ইস্যুটি বন্ধ হবে ৪ অক্টোবর।

রাইটস এনটাইটেলমেন্ট রেশিয়ো ১: ১০, যার অর্থ ১৫ সেপ্টেম্বরের রেকর্ড ডেট অনুযায়ী যোগ্য ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা তাদের ৫ টাকার প্রতি ১০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ৫ টাকার একটি রাইটস ইক্যুইটি শেয়ার পাবেন। রাইটস ইস্যুর জন্য আবেদন করার পরে শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার প্রতি ৬১.৫ টাকা হারে ৫০% প্রদান করতে হবে, বাকি ৫০% শেয়ার প্রতি ৬১.৫ টাকা এক বা একাধিক কলের মাধ্যমে প্রদানযোগ্য।

২০১৭ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত ভ্যারানিয়াম ক্লাউড লিমিটেড (পূর্বতন স্ট্রিমকাস্ট ক্লাউড প্রাইভেট লিমিটেড) ডিজিটাল অডিয়ো ও ভিডিয়ো স্ট্রিমিং সম্পর্কিত টেকনোলজি সার্ভিসে বিশেষজ্ঞ। সম্প্রতি কিউএমএস এমএএস (মেডিকেল অ্যালাইড সার্ভিসেস)-এর সঙ্গে পার্টনারশিপের মাধ্যমে গত ২১ এপ্রিল 'ভায়ানা' (Vyana) নামে একটি ক্লাউড-ভিত্তিক মেডিকেল ওয়্যারেবল ডিভাইস চালু করেছে ভ্যারানিয়াম ক্লাউড।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভ্যারানিয়াম ক্লাউড অসাধারণ আর্থিক ফলাফল অর্জন করেছে। কোম্পানির আয় ৯৮৪ শতাংশ বেড়ে ২০২৩ অর্থবর্ষে ৩৮৩.৩৭ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২০২২ অর্থবর্ষে ছিল ৩৫.৩৫ কোটি টাকা। এছাড়া, নিট মুনাফা ৯১% বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫.৪৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২০২২ অর্থবর্ষে ছিল ৮.৪ কোটি টাকা।

ভারতের গ্রাহকরা উৎসবের মরসুমে অনলাইনে কেনাকাটা করতে অত্যন্ত আগ্রহী

কলকাতা: নিয়েলসন মিডিয়া ইন্ডিয়া অ্যামাজন ইন্ডিয়ার হয়ে সম্প্রতি যে সমীক্ষা চালিয়েছে তার ফলাফলে দেখা গেছে যে ভারতীয় গ্রাহকরা আসন্ন উৎসব মরসুমে অনলাইনে কেনাকাটা করতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ওই সমীক্ষা জানাচ্ছে: (১) ৮১% গ্রাহক উৎসব মরসুমে অনলাইনে কেনাকাটা করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন। (২) ৭৮% গ্রাহক অনলাইন কেনাকাটার বিশ্বাসী এবং তাদের অর্ধেকই গত উৎসব মরসুমের তুলনায় এবার অনলাইনে কেনাকাটার পরিমাণ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন। (৩) গ্রাহকরা পণ্যের বিপুল সম্ভার থেকে নির্বাচন, সাশ্রয়ী মূল্যের সঙ্গে অতুলনীয় মান এবং সহজ ফেরত ও বদল করার সুবিধা আশা করেন। (৪) ৬৮% গ্রাহক বলেছেন যে অ্যামাজন-ডট-ইন (Amazon.in) তাদের অনলাইনে কেনাকাটার জন্য সবচেয়ে পছন্দের ও সুবিধাজনক স্থান, এবং প্রায় অর্ধেক গ্রাহক অ্যামাজনকে উৎসবের কেনাকাটার জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনলাইন ব্র্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। (৫) সমীক্ষায় আরও জানা গেছে যে উৎসব মরসুমে গ্রাহকরা বিশেষ করে ইলেকট্রনিক আইটেম, পোশাক, জুতো ও ফ্যাশন সামগ্রী কিনতে আগ্রহী। এইসব ক্যাটাগরির পণ্যসামগ্রীর জন্য অ্যামাজন গ্রাহকদের কাছে সবচেয়ে পছন্দের অনলাইন ব্র্যান্ড।

পণ্যসামগ্রীর বিশাল সম্ভার থেকে নির্বাচন, অতুলনীয় মান এবং সহজ ফেরত ও বিনিময়ের সুবিধায় আগ্রহী। উৎসবের মরসুমে গ্রাহকদের কাছে অ্যামাজনই সবচেয়ে পছন্দের অনলাইন কেনাকাটার গন্তব্য।

ভিকস কাফ ড্রপ নতুন চিয়ার অ্যানথেম

শিলিগুড়ি: ভারতকে খিচ খিচ ফ্রি কণ্ঠ উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড ভিকস কফ ড্রপস তাদের নতুন #VicksKholIndiaBol চিয়ার অ্যান্থেম প্রকাশ করেছে। আর এর জন্য তারা ক্রিকেট আইকন যুবরাজ সিংয়ের সাথে হাত মিলিয়েছে। #VicksKholIndiaBol চিয়ার অ্যান্থেমটি ক্রিকেটের প্রতি আমাদের দেশের সীমাহীন ভালোবাসাকে উদযাপন করে। সদ্য প্রকাশিত অ্যানথেম বা সঙ্গীতটির ব্যাপারে ক্রিকেট আইকন যুবরাজ সিং বলেন, "একজন খেলোয়াড়ের কাছে ভক্তদের সম্মিলিত উল্লাসের থেকে বেশি উৎসাহব্যঞ্জক আর কিছুই হতে পারে না। #VicksKholIndiaBol অ্যানথেম এর অংশ হতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত, কারণ আমরা ক্রিকেট প্রেমীদের নিজেদের উচ্চকিত কণ্ঠকে দেশের হয়ে সমর্থনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। #VicksKholIndiaBol ক্রিকেট অ্যানথেমটি কেবল ভারতের জন্য উল্লাসের ক্ষেত্রে সমকণ্ঠ ও অন্তর্ভুক্তিকে উত্সাহিত করে। ক্রিকেট ভক্তদের এই বিশেষ সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপনের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ভিকস ও ইন্ডিয়া সাইনিং হ্যান্ডসকে ধন্যবাদ জানাই।

অলোক কেজরিওয়াল, প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, ইন্ডিয়া সাইনিং হ্যান্ডস বলেন, "একজন বধির ব্যক্তি হওয়ার কারণে, দোভাষী এবং সাবটাইটেলের মতো নানা সহায়ক সরঞ্জামের অভাবে আমি টিভি চ্যানেলে খবর দেখতে বা যারা শুনতে পান, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অসুবিধার মুখে পড়েছি। আমরা এই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রচেষ্টার জন্য ভিকস কফ ড্রপসকে সাধুবাদ জানাই এবং যুবরাজকে তার উত্সাহী সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই"।

এই আইকনিক #VicksKholIndiaBol সংগীতটি, ভিকস ইন্ডিয়া এলকে সাচ্চি অ্যান্ড সাচ্চির সাথে অংশীদারিত্বে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছে। "প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, ভিকস কাফ ড্রপগুলি আপনার গলাকে খিচ-খিচ এর সমস্যা থেকে মুক্তি দিচ্ছে এবং গলার চুলকানি প্রশমিত করছে। এই কাজে ভিকস টিমের সাথে অংশীদারিত্ব, অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে যারা আমাদের সাথে যুক্ত এবং শিকড়ে প্রোথিত", বলেছেন রোহিত মালকানি, জয়েন্ট ন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, এল অ্যান্ড কে সাচি অ্যান্ড সাচি।

সিগ্রাম'স রয়্যাল স্ট্যাগ প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রকাশ করল

কলকাতা: সিগ্রাম'স রয়্যাল স্ট্যাগ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রিকেটের সঙ্গে দীর্ঘকালীন সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে লক্ষ্য করা হল এক উদ্ভাবনীমূলক এবং মগ্ন করে রাখার মত AI চালিত ফ্যান অভিজ্ঞতা 'এ বিলিয়ন ড্রিমস ফর এ বিলিয়ন ফ্যানস'। এই ক্যাম্পেনে আছেন ভারতের তিন তারকা ক্রিকেটার, অধিনায়ক রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমরা আর সূর্যকুমার যাদব। এবারে বিশ্বকাপ হচ্ছে ভারতে এবং ইতিমধ্যেই এর "সর্বকালের সেরা বিশ্বকাপ" হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ব্র্যান্ডের 'লিভ ইট লার্জ' ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই AI-ইন্টিগ্রেটেড ক্যাম্পেন ভক্তদের ক্রিকেটারদের নিয়ে তৈরি একটি পার্সোনালাইজড ফিল্মে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিচ্ছে।

এই ক্যাম্পেনকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে ডিজিটাল, প্রিন্ট, রেডিও এবং OOH-এ ছড়ানো এক উচ্চ ডেসিবেল ৩৬০ ডিগ্রি পরিকল্পনার মাধ্যমে, যাতে এক মগ্ন করে রাখার মত, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়।

কার্তিক মহিন্দ্রা, চিফ মার্কেটিং অফিসার, পেরনোড রিকার্ড ইন্ডিয়া, বললেন "রয়্যাল স্ট্যাগের লক্ষ্য স্টেডিয়ামের শিহরণ জাগানো পরিবেশ সারা পৃথিবীর ক্রিকেট ফ্যানদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। আইসিসির সঙ্গী হিসাবে AI আমাদের সব জায়গার উন্মাদ ফ্যানদের একটা সত্যিকারের 'লিভ ইট লার্জ' অভিজ্ঞতা জোগানোর সুযোগ দিয়েছে। এবছর এই অনন্য AI প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক ফ্যানকে তাঁর নিজের 'লিভ ইট লার্জ স্টোরি' তৈরি করে নেওয়ার শক্তি দিচ্ছি। এই প্ল্যাটফর্ম সাফল্যের যাত্রায় প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ করার প্রতি ব্র্যান্ডের যে দায়বদ্ধতা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।" অজয় গুপ্তে, সিইও – সাউথ এশিয়া, ওয়েভমেকার বললেন "ক্রিকেট বিশ্বকাপ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উদযাপিত স্পোর্টস প্রপার্টিগুলোর একটা আর বিশ্বকাপ ২০২৩ তো ইতিমধ্যেই সর্বকালের সেরা বলে ধরা হচ্ছে। এই যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য ব্র্যান্ড সিনার্জি বাড়ানো এবং প্রত্যেক ক্রিকেটভক্তকে এক অনন্য, স্মরণীয় এবং রোমাঞ্চকর 'লিভ ইট লার্জ' অভিজ্ঞতা জোগানো।"

অমিত ওয়াধওয়া, সিইও, ডেন্টসু ক্রিয়েটিভ ইন্ডিয়া, বললেন "এই ক্যাম্পেন আমাদের একটা বড় প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে যেখানে আমরা দেখাতে পারি কীভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের ফ্যানদের দুনিয়ায় আধুনিক সৃজনশীলতা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এই বহুমুখী ক্যাম্পেন ভক্তদের তাঁদের প্রিয় খেলার সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করতে পারে। তা সম্ভব হলে তাঁরা এমন সব স্মরণীয় মুহূর্ত এবং অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারবেন যা অনেকদিন মনে থাকবে।"

চ্যাম্পিয়ন ঐক্যবিতান

পার্থ নিয়োগী: খারিজা কাকরিবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ঐক্যবিতান ক্লাব। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৮ টি দল অংশ নেয়। খারিজা কাকরিবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গত ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর এই দু'দিনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে ঐক্যবিতান ক্লাব ১-০ গোলে বামনহাট যুব সংঘকে পরাজিত করে। ঐক্যবিতানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন অবিনাশ ছেত্রী। তিনিই ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন।

ক্রিকেটের দলবদল কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: গত ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের ক্রিকেট লিগের দলবদল হল। মোট ১৮৬ জন ক্রিকেটার এই দলবদলে অংশ নেন। এবারের ক্রিকেট লিগে ৫ টি নতুন দল নাম লিখিয়েছে। ফলে কোচবিহারের ক্রিকেট লিগকে কেন্দ্র করে আকর্ষণ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইন্ডোর ক্রিকেট কোচিং শুরু

পার্থ নিয়োগী: গত ২৪ সেপ্টেম্বর কোচবিহার স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হল জগমোহন ডালমিয়া ইন্ডোর ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার দীর্ঘদিনের একটি প্রয়াসের বাস্তবায়ন হল এতে। এর উদ্বোধন করেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। এর ফলে বর্ষা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ও ক্রিকেট অনুশীলন করা যাবে।

ওপেন স্টেট ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় পূর্ব মেদিনীপুরে পনেরো জন প্রতিযোগীর সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর: ক্যারাটে এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুর হলদিয়া ক্যারাটে গেমস এন্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে আয়োজিত হয় ওপেন স্টেট ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। গত ২৪ সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৬০০ জন প্রতিযোগী যোগ দেয়। আর তাতে পূর্ব মেদিনীপুরে পনেরো জন সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ৮ জন। ছয় জন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্যপদক ছিনিয়ে নিয়েছে। আরেক জন তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। তাঁদের এই সাফল্যে গর্বিত কোচ-সহ অভিভাবকেরা। ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে সফলতম প্রতিযোগীরা।

মানসিক প্রতিবন্ধীর হাতে হুইল চেয়ার তুলে দিলেন মানবিক জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মানবিক জেলাশাসক। মা হারা মানসিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী নাবালিকার হাতে নিজেই তুলে দিলেন হুইল চেয়ার। জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে মাঝেমধ্যেই দেখা যেত প্রতিবন্ধী বোনকে সঙ্গে নিয়ে সাহায্য চাইছেন নাবালক ভাই। বিষয়টি নজরে আসতেই দুঃস্থ ঘরের ওই প্রতিবন্ধী নাবালিকা ও তার নাবালক দাদার পাশে দাঁড়ালো মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। জেলাশাসক নিজের অফিসের চেম্বারে ওই প্রতিবন্ধী নাবালিকা ও তার ভাইকে হুইল চেয়ার, নতুন পোশাক সহ আরো বেশ কিছুভাবে সহযোগিতা করেন। জেলাশাসকের এমন সহযোগিতা দেখে প্রশাসনিক ভবনের পদস্থ কর্তারা ছাড়াও আরো অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। যদিও এপ্রসঙ্গে জেলাশাসক কোনরকম মন্তব্য করেন নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মানসিক ভারসাম্যহীন ওই প্রতিবন্ধী নাবালিকার নাম নিলম ঘোষ ও তার এক ভাই রয়েছে। তাদের বাবা রিকশাচালক এবং মা অনেকদিন আগে মারা গিয়েছে। মালদা শহরের ঝলঝলিয়া নেতাজি কলোনি এলাকায় একটি ঝুপড়িতেই বসবাস ওই দুই নাবালক ভাইবোনের। তারা মাঝেমধ্যে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন চত্বরেই লোকের কাছে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাতেন। এরপরই বিষয়টি জানতে পেরেই নানাভাবে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া ওই দুই নাবালক - নাবালিকার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে রিচা ঘোষের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: জন্মদিনে সকাল থেকে শুভেচ্ছার ঝড়। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে রিচার জন্মদিন উপলক্ষে এদিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে মেয়র গৌতম দেব এবং শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে রিচা ঘোষকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয়। কেক কাটেন সোনার মেয়ে রিচা। এদিন জন্মদিনে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ও বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে এক লক্ষ টাকা করে দেন রিচা। এদিন সকালে বাড়িতে গিয়ে রিচাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান মেয়র গৌতম দেব সহ মেয়র পরিষদেরা।

বিক্ষোভে রায়গঞ্জ পুরসভার সাফাইকর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: বকেয়া বেতন সহ পেনশনের দাবিতে সাফাইয়ের কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে নামলো রায়গঞ্জ পৌরসভার সাফাই কর্মীরা। এদিন রায়গঞ্জ পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ করতে থাকেন সাফাই কর্মীরা।সাফাই কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পেনশন বাকি রয়েছে, পাশাপাশি কাজ করলেও দুই মাস ধরে বন্ধ বেতন যার জেরে চরম সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা।পৌরসভাকে এই বিষয়ে জানানো হলেও পৌরসভার তরফ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।এছাড়াও বেতন বৈষম্যেরও অভিযোগ তুলেছেন সাফাইকর্মী সংগঠনের সভাপতি বিন্দেশ্বর জমাদার।যতক্ষণ না এই বেতন সমস্যার সমাধান পৌরসভার তরফ থেকে করা হচ্ছে ততক্ষণ এই বিক্ষোভ চলবে বলে সাফাইকর্মীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।অন্যদিক কিছু সমস্যার কারণে বেতন আটকে গিয়েছে বলে জানান রায়গঞ্জ পুরসভার পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সাধন বর্মন।তবে বকেয়া বেতন সাফাই কর্মীরা পেয়ে যাবেন বলে তিনি জানান পাশাপাশি সাফাইকর্মীদের কাজে যেতেও তিনি আহ্বান করেন।

বোনাস নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে চা বাগান শ্রমিক মহলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ঢাকে কাঠি পড়লেও বোনাস নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে চা বাগান শ্রমিক মহলে। আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি উমা আসছে, ইতিমধ্যেই শহরের বড়ো পুজো কমিটিগুলো শুরু করেছে প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ। এরই মধ্যে জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান সহ ডুয়ার্সের কয়েক হাজার চা বাগান শ্রমিকের মনে সৃষ্টি হয়েছে সংশয়। কারণ বৃহস্পতিবার পর্যন্তও কাটেনি চা শ্রমিকদের বোনাস জট। আর এতেই হতাশার সুর শোনা গেলো ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের শ্রমিক সুনিতার গলায়। বোনাস প্রসঙ্গে সুনিতার দাবি আমরা সাড়া বছর রোদ, ঝড়, জল, বৃষ্টিতে ভিজে চা-পাতা তুলেছি নির্ধারিত পরিমাণ মতোই। তাহলে আজ কেন বাগান কর্তৃপক্ষ ২০ শতাংশ হারে বোনাস না দিয়ে ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেবার কথা বলছে? এতো কম বোনাস দিয়ে কি করে বাচ্চাদের জামা কাপড় কিনবো আর খাবই বা কি? রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যখন জলপাইগুড়ি জেলার আপামর মানুষ উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ঠিক সেই মুহূর্তে মাথায় চা-পাতার বোঝা নিয়ে ঘামে ভেজা মুখে আরেক চা বাগান শ্রমিক পুষ্কলি ওরাও সাফ জানিয়ে দেন আমরা আমাদের কাজ সঠিকভাবেই করেছি, অথচ বাগান কর্তৃপক্ষ এখন আমাদের সামনে লসের অজুহাত তুলে বোনাস কম দিতে চাইছে, আমরা ২০ শতাংশ হারে বোনাস না দিলে কোনো ভাবেই মানবো না। যদিও চা বাগান শ্রমিকদের বোনাস সংক্রান্ত বিষয়ে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার তথা ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ অফ ইন্ডিয়ান টি প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন চেয়ারম্যান জীবন চন্দ্র পান্ডে জানান, চা বিক্রি কমে গিয়েছে টি অকশন সেন্টারে, নানান কারণে চা পাতার দাম এবং চাহিদা কমেছে, তবে আমরা আসা করছি এই চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে নিয়ে বসে আলোচনার মাধ্যমে একটা সুস্থ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো।

বিশ্ব পর্যটন দিবসে আয়োজিত হলো অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজিত হলো একটি অনুষ্ঠান। বুধবার শিলিগুড়ির মৈনক টুরিস্ট লজে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে পর্যটনের ক্ষেত্রে যারা ভালো কাজ করেছে এবং রাজ্য পর্যটন দপ্তরের থেকে টুরিস্ট গাইড হিসেবে যারা অনুমোদন পেয়েছে এবং ভালো কাজ করে এসেছে তাদের এদিন সংবর্ধিত করা হয়। এর পাশাপাশি পর্যটনের প্রসার এবং প্রচারের আরো কিভাবে কাজ করা যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যটন সংস্থার সদস্যরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পর্যটন দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর জ্যোতি ঘোষ বলেন, উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাতে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সকলে যাতে আরো ভালোভাবে কাজ করে তাদের উৎসাহ জাগাতে তাদের সংবর্ধিত করা হয়। তিনি আরো জানান, বর্তমানে হোমস্টের সংখ্যা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96